বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04



Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>013>>29 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১৩ >> << ২৯শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

## ভুল মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে হামাস, বলছে ইসরায়েল

**ইসরায়েল ঃ** ইসরায়েল বলছে, হামাস জিম্মি হিসেবে যে চার জনের মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে তার মধ্যে একটি জিম্মি কারও নয়। দেশটির সামরিক বাহিনী জানিয়েছে রাতে যেসব মরদেহ এসেছে তার মধ্যে একটি কোনো জিম্মির সাথে মেলেনি। সব মৃত জিম্মিকে ফেরত দেওয়ার জন্য হামাসকে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে হবে, বলছে তারা। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আগে গাজায় মোট ৪৮ জন ইসরায়েলি জিম্মি ছিলেন। এর মধ্যে ২৮ জনই মৃত বলে ধারণা করা হয়। হামাস সোমবার জীবিত ২০ জনকেই ফেরত দিয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ ফেরত দিচ্ছিলো। সোমবার চার জনের দেহাবশেষ ফেরত দেয় তারা। এরপর মঙ্গলবার আরও চারজনের দেহাবশেষ ফেরত দেওয়া হয়, তবে এর মধ্যে একজন জিম্মি নয় বলে ইসরায়েল দাবি করছে। এখন পর্যন্ত সাত জিম্মির দেহাবশেষ পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল।



### বাজার দর



SENSEX : 82605.43 +575.45
NIFTY : 25323.55 +178.05

### রাঁচি PARA UPDATE

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| --- | --- |
| 26.00 °c | 16.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .22 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .46 টা

### গহনার বাজার



সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

### রাষ্ট্রীয় খবর
### সংক্ষিপ্ত খবর

## রাফার মূল প্রবেশপথ খুলছে ইসরায়েল, গাজায় যেতে পারে ৬০০ ত্রাণবাহী ট্রাক

**ইসরায়েল ঃ** হামাস খুব ধীরে মৃত জিম্মিদের দেহ পাঠাচ্ছে এমন অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও আজ (বুধবার) রাফার প্রধান প্রবেশপথ খুলে দেয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে ইসরায়েল। হামাস ইতিমধ্যে জীবিত ২০ জন ইসরায়েলি জিম্মিকেই ফেরত পাঠিয়েছে। ইসরায়েলের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, (মঙ্গলবার) রাতে আরো কয়েকজন মৃত ইসরায়েলি জিম্মির দেহ পাঠিয়েছে হামাস। তিনি আরো জানান, গাজাবাসীর জন্য রাফার প্রধান প্রবেশপথ খুলে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। রয়টার্সকে ইসরায়েলের আরেক কর্মকর্তা জানান, গাজায় এখন ৬০০ ত্রাণবাহী ট্রাক যেতে পারে। এর আগে ৩০০ ত্রাণবাহী ট্রাক যেতে পারবে বলে জানিয়েছিল ইসরায়েল।

## জার্মান বুক প্রাইজ জিতেলেন সুইজারল্যান্ডের ডরোথি এলমিগার

**বার্লিন ঃ** ২০২৫ সালে জার্মানির সাহিত্য পুরস্কার জার্মান বুক প্রাইজ জিতেছেন সুইজারল্যান্ডের ডরোথি এলমিগার। 'ডি হল্যান্ডারিনেন' (দ্য ডাচ উইমেন) গ্রন্থ এ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে তাকে। জার্মান ভাষায় লেখা সেরা উপন্যাসের জন্য প্রতি বছরই দেয়া হয় জার্মান বুক প্রাইজ। 'ডি হল্যান্ডারিন'-এর জন্য আরো পুরস্কার পেতে পারেন সমকালের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সুইস লেখক হিসেবে পরিচিত ডরোথি এলমিগার। সুইস বুক প্রাইজ এবং জার্মানির বাভারিয়ান বুক প্রাইজ-এর জন্যও মনোনীত হয়েছে 'ডি হল্যান্ডারিনেন'।

## পেন্টাগনের নতুন বিধিমালায় স্বাক্ষর না করে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ

**নিউ ইয়র্ক ঃ** পেন্টাগনে প্রবেশের জন্য আরোপ করা নতুন বিধিমালায় স্বাক্ষর করেনি প্রথম সারির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত অন্তত ৩০টি সংবাদমাধ্যম তাতে স্বাক্ষর করেনি বলে জানা গেছে।নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্স, এএফপি এবং ফক্স নিউজও রয়েছে সেই তালিকায়। পেন্টাগনের নতুন বিধিমালা প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেছে, এটি সংবিধানে সংরক্ষিত বাকস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। নতুন বিধিমালায় বলা হয়েছে, সাংবাদিকদেরও নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসেবে দেখা হতে পারে – এটা মানতে হবে।সেখানে আরো বলা হয়েছে, সাংবাদিকরা ক্লাসিফাইড, অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণিবদ্ধ তথ্য তো বটেই, এমনকি কিছু আনক্লাসিফাইড তথ্য জানতে চাইলেও তাদের প্রেস ব্যাজ প্রত্যাহার করা যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে পেন্টাগনে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপটি নেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। পেন্টাগন ভবন থেকে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের বের করে দিয়ে ইতিমধ্যে সাংবাদিকের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগও নিয়েছে তারা।

# পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিপর্যয়ে সংঘাত মানুষ ও বন্যপ্রাণীর

**কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ** পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে একাধিক মৃত্যুও ঘটেছে গত কয়েকদিনে।

কয়েক দশক পরে ভয়াবহ প্লাবনের মুখে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। গত চার ও পাঁচ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে অতিবৃষ্টি ও হড়পা বানে ভেসে যায় একের পর এক জনপদ।



ঘরছাড়া মানুষ ও প্রাণী

১৯৬৮ সালের পরে এটাই উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় মাপের প্লাবন। সেবারও প্রায় একই তারিখে বানভাসি হয়েছিল একাধিক জেলা। এই দুর্যোগে শুধু মানুষ নয়, বন্যপ্রাণীও তাদের ঘর হারিয়েছে। মানুষের মতো অনেক বন্য জীবজন্তুর মৃত্যু হয়েছে। যে এলাকায় প্লাবন হয়েছে, সেখানে রয়েছে জলদাপাড়া, গোরুমারার মতো জাতীয় অভয়ারণ্য। এই ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ জঙ্গলে ঘেরা, সেখানে হঠাৎ প্লাবন আসায় ক্ষতি হয়েছে উভয়েরই।

দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পরেও মানুষের মতোই প্রাণীকুলের বাসস্থান বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সেখানে বিঘের পর বিঘে জমিতে পলি পড়েছে, হারিয়ে গিয়েছে সবুজ। এর ফলে খাবারে টান পড়েছে। তাই পেট ভরাতে লোকালয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে পশুর দল। এছাড়া প্লাবনভূমিতে পরিস্থিতি এমনই যে তা বন্যপ্রাণীর বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

একাধিক মৃত্যু

বিপর্যয়ের দুই দিনের মাথায় কোচবিহারের মাথাভাঙায় বুনো শুয়োরের আক্রমণে মারা যান এক গ্রামবাসী। মাথাভাঙা-দুই ব্লকের ঘোকসাডাঙা থানার অধীন ভেলাকোপা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন কাশীকান্ত বর্মন। তিনি যখন মাঠে গরু চরাতে গিয়েছিলেন, তখন বুনো শুয়োরে তাকে আক্রমণ করে। এই ঘোকসাডাঙারই ধীরেন বর্মন নামে আর এক গ্রামবাসী শুয়োরের আক্রমণে মারা যান। তিনি তোর্সা নদীর ধারে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। সেই সময় পশুর দল তাকে আক্রমণ করে।

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির মধ্যখট্টিমারি ও নাথুয়াতে জলে ভেসে এসেছিল একটি বুনো শুয়োরে। সেটি গ্রামে ঢুকে এলোমেলো ঘুরতে থাকে। স্থানীয় নয়জন বাসিন্দা তার আক্রমণে আহত হয়েছেন।

হড়পা বানে অনেক বন্য জন্তু মানুষের মতোই ভেসে গিয়েছে। নদীর জল তাদের নিয়ে এসেছে লোকালয়ে। গন্ডারের মতো অতিকায় প্রাণীকেও ভাসিয়ে গ্রামের মধ্যে এনে ফেলেছে প্লাবন। এখান থেকে নদীপথে একটি গন্ডার ভেসে গিয়েছিল বাংলাদেশে। সেখানে তার মৃতদেহের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

মাথাভাঙা-২ ব্লকে তোর্সা নদীর জলে ভেসে আসে ছয়টি গন্ডার। এর মধ্যে পাঁচটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হলেও একটিকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। এই গন্ডারটি পুন্ডিবাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ে। এখানকার বাজার সংলগ্ন সুভাষপল্লীতে একটি জলাশয়ে ঘাপটি মেরেছিল সে। সকালে বাড়ি থেকে বেরোনো স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ দাস ও বিভা করকে আক্রমণ করে গন্ডারটি। গুরুতর আহত দিলীপকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাঁচানো যায়নি।

পরে বনবিভাগের তৎপরতায় ঘুম পাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করা হয় গন্ডারকে। তাকে ছেড়ে দেয়া হয় চিলাপাতার জঙ্গলে। মাথাভাঙা-২ ব্লকের কলাবাগানে একটি গন্ডার কাদায় আটকে পড়ে। সে কিছুতেই কাদা ছেড়ে উঠতে পারছিল না। এই গন্ডারকে উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয় বন দপ্তরকে।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বন দপ্তর প্রতিটি বন বিভাগে একটি করে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢুকে পড়ার খবর পেলে দ্রুত সেখানে পৌঁছচ্ছে দলটি।

সাপের উপদ্রব

উত্তরবঙ্গের যেসব এলাকা বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে, তার বড় অংশ অরণ্য লাগোয়া। জনবসতির আশপাশের নদীর জলে এলাকা ভেসে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে সাপের মতো সরীসৃপের বাস্তুতন্ত্র। সাপ চলে আসছে কিছুটা শুকনো জায়গায় অর্থাৎ লোকালয়ে।

দুর্যোগের পরে বিভিন্ন গ্রামে বিষধর সাপের উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। যেসব এলাকার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সাপ। এর ফলে সাপে কাটার আশঙ্কা বাড়ছে। একাধিক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সজাগ থাকতে বলছে। বন দপ্তর প্রতিটি হাসপাতালে অ্যান্টিভেনাম মজুত রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় ডিডাব্লিউকে বলেন, আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা দেখছি। এত দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের বাড়িতে সাপ ঢুকলে তারা সাপ মারছেন না। মশারি, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে সচেতন করা হচ্ছে। এতে সংঘাতটা অনেকটাই আটকানো যাচ্ছে। যে যে সাপ উদ্ধার হচ্ছে বাড়িতে, সেগুলোর মধ্যে কেউটে, গোখরো, ময়াল, র্যাট স্নেক, কালাচ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে সাপে কাটার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু মৃত্যু হয়নি।

বন্যপ্রাণীর বিপন্নতা

প্লাবনের মুখে পড়ে দিশেহারা মানুষ ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে। বিপর্যয়ের পরেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে খাবার, জল। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছে পুনর্গঠনের কাজ। রাস্তা ও সেতু মেরামত করা হচ্ছে। কিন্তু অরণ্যের প্রাণীর যে বিপন্নতা, তাকে চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে।

একদিকে নিজেদের বাসস্থান ভেসে যাওয়া, তার সঙ্গে খাদ্যের সংকট এবং সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সামগ্রিকভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে বন্যপ্রাণীদের। তারা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসার পরে মানুষকে শত্রু হিসেবে মনে করছে। সে কারণে মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনা বাড়ছে।

উত্তরবঙ্গে সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের সংঘাতের খবর মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষত মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত। হাতির চলাচলের যে করিডর রয়েছে, তার আশপাশেই মানুষের বাস। বিভিন্ন সময়ে হাতি লোকালয়ে ঢুকে খাবার নষ্ট করে, বাড়িঘর ভেঙে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মৃত্যু হয় হাতির হামলায়। এই পরিস্থিতি অনেক জটিল আকার ধারণ করেছে বন্যপ্রাণী নিজেদের আবাসভূমি হারিয়ে ফেলায়।

শিলিগুড়ির হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অনিমেষ বসু ডিডাব্লিউকে বলেন, দুর্যোগের জের এখনও চলছে। মানুষ বা বন্যপ্রাণী কেউ এখনো স্থিতধী হতে পারেনি। এখনই বলা যাবে না যে, মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণের সংঘাতের শেষ কবে হবে। এমনিতে অরণ্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে, তার মধ্যে এরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাতে বন্যপ্রাণীদের উপরে সাংঘাতিক স্ট্রেস বেড়েছে। বিশেষ করে বুনো শুয়োরে স্বাভাবিক আশ্রয় থেকে বঞ্চিত, এমনকী খাবারও তারা পাচ্ছে না। এই স্ট্রেস কাটাতে তাদেরও যেমন সময় লাগবে, তেমনি মানুষেরও সময় লাগবে।

ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা

এই স্ট্রেস বা মানসিক চাপ বন্যপ্রাণীদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। বাড়াতে পারে সংঘাতের পরিস্থিতি।কয়েক ঘন্টার প্লাবন ভবিষ্যতের জন্য আরো চিন্তা রেখে গিয়েছে।

অনিমেষ ব্যাখ্যা করেন, বন্যায় বহু বন্যপ্রাণ বিপদে পড়ে। আবার এই বন্যা হয় বলে পলি জমে তাদের তৃণভূমির জোগান দেয়। জলদাপাড়া, কাজিরাঙায় এই ঘটনা ঘটেছে। আবার ডলোমাইট চূর্ণ এখন বহু এলাকা ঢেকে দিচ্ছে। ভুটানের ডলোমাইট মাইনিং থেকে ইদানীং বালি বা পলির বদলে ডলোমাইট চূর্ণ আসে। সেটা কৃষিজীবী মানুষের ফসল, চা বাগান, এমনকী বনাঞ্চলের জন্যও ক্ষতিকর। যে পরিমাণে ডলোমাইট আসছে, সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বনাঞ্চলের তৃণভূমিও ক্ষতির মুখে পড়বে। জলদাপাড়া, গরুমারা ইত্যাদি অভয়ারণ্যের গন্ডার, হাতি, বাইসন ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী এই তৃণভূমির উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু ডলোমাইট চূর্ণ আসার ফলে এই তৃণভূমি বন্যপ্রাণীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এমন কোনো মেকানিজম নেই যে, তৃণভূমির উপরে যে পলি বা ডলোমাইট চূর্ণ পড়েছে তা পরিষ্কার করা যাবে।

রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক অশোককান্তি সান্যাল ডিডাব্লিউকে বলেন, বিপর্যয়ের ফলে ইকোসিস্টেম অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলেই মানুষ এবং বন্যপ্রাণের সংঘাত বেধেছে। বন্যপ্রাণের আশ্রয়স্থলে জলের উপস্থিতি তাদের অন্য আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করেছে। একটা ওভারঅল মাস্টার প্ল্যান আমাদের এখানে খুব একটা হয় না। সেটা তৈরি হলেও সার্থক রূপায়িত হয় না। জোড়াতালি দিয়ে কাজগুলো চালানো হয়। বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ না করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের ভূমিকা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

নন্দু বলেন, প্লাবন এসেছে বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমিতে। অর্থাৎ তাদের বাসস্থান গরুমারা জঙ্গলে বন্যা হয়নি, হয়েছে জলঢাকা নদীর চর সংলগ্ন এলাকাগুলোতে। প্রথম ধাক্কাটা সরীসৃপদের উপরেই আসে। ওদের বাসস্থানের সমস্যা তৈরি হয়। তাই মানুষের পরিত্যক্ত গৃহে ওরা এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এই জায়গায় একটা সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বন দপ্তর এবং আমরা নজরদারি করছি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাপগুলোকে উদ্ধার করছি।

কিন্তু কবে আবার সব স্বাভাবিক হবে, সেটা এখনই তারা বলতে পারছেন না।

অনিমেষ বলেন, প্রকৃতি নিজের ক্ষত নিজেই সারিয়ে নেয়, কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে। মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণের সংঘাত কোন জায়গায় থাকবে, এটা বলার জায়গায় এখনো আমরা নেই। এখন বেশ কিছু জায়গায় ফসল পাকছে। ফসল পাকলে হাতির সঙ্গে সংঘাত বেশি হয়। আরো কিছুদিন গেলে বোঝা যাবে, সেই সংঘাত বাড়লো না কমলো। প্রকৃতির ক্ষতি হওয়া মানে মানুষ এবং প্রাণীকুল, উভয়েরই ক্ষতি হওয়া।

সম্মাননা ▶ জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ভেনেজুয়েলা

# ফিলিস্তিনের পাশে ল্যাতিন আমেরিকা, ফিলিস্তিনি ডাক্তারকে কলম্বিয়ার সম্মাননা

**কলম্বিয়া ঃ** হযরত জয়নব (সা.)-এর আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক কার্যালয়ের সহায়তায় তেহরানে স্প্যানিশ এবং সরাসরি ল্যাটিন আমেরিকান দর্শকদের জন্য ভার্চুয়াল সভা হোমেনাজে আ লা রেজিস্টেন্সিয়া প্যালেস্টিনা (ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত জয়নব (সা.)-এর আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের সহায়তায় ইরানে স্প্যানিশ এবং সরাসরি ল্যাটিন আমেরিকান দর্শকদের জন্য ভার্চুয়াল সভা হোমেনাজে আ লা রেজিস্টেন্সিয়া প্যালেস্টিনা (ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ল্যাতিন আমেরিকার দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি একটি অসাধারণ সংবর্ধনার সম্মুখীন হয়। এই সভায়, বলিভিয়ার একজন মিডিয়া কর্মী মিসেস স্ডেনকা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের মাত্রা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। একটি জ্ঞানগর্ভ এবং নথিভুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে, তিনি ইহুদিবাদী শাসনের দখলদারিত্ব এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধের পথের একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আঁকেন। এই সভায় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ফিলিস্তিনি ইস্যুর বৈশ্বিক গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানোর সমালোচনা করেছেন

একটি জোরালো বিবৃতিতে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার কাছে অস্ত্র পাঠানোকে অপরাধে জড়িত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে গণহত্যাকারী শাসনব্যবস্থার কাছে অস্ত্র সরবরাহ উৎসাহিত করার যোগ্য নয়। পেট্রো বলেন, এই অস্ত্রগুলো গাজায় ২০০,০০০ বেসামরিক লোককে আহত করেছে এবং প্রায় ৭০,০০০ মানুষকে শহীদ করেছে।

ফিলিস্তিনি ডাক্তারের জন্য কলম্বিয়ার সর্বোচ্চ সম্মাননা

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে তার দেশের সর্বোচ্চ সরকারি সম্মাননা, বয়কা অর্ডার হুসাম আবু সাফিয়া কে প্রদান করা হবে, যিনি একজন ফিলিস্তিনি ডাক্তার এবং উত্তর গাজা উপত্যকার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের পরিচালক। এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি তাকে দিতে পারি, পেট্রো বলেন। আবু সাফিয়া ডিসেম্বর থেকে সাদি টিমান আটক কেন্দ্রে কোনও অভিযোগ ছাড়াই আটক রয়েছেন এবং কারারক্ষীদের নির্যাতনের কারণে তার পরিবারের মতে তার অবস্থা গুরুতর।

সঙ্কটে ইকুয়েডর বিক্ষোভ সহিংসভাবে দমন

ইকুয়েডর সরকার কর্তৃক ডিজেল ভর্তুকি বাতিলের পর দেশব্যাপী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে পুলিশি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কনফেডারেশন অফ ইনডিজেনাস ন্যাশনালিটিজ অফ ইকুয়েডর (CONAI) অনুসারে, ৫০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন এবং প্রায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে যে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী আশেপাশের এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে এবং , নারী, শিশু এবং বয়স্কদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস এবং স্টান গ্রেনেড ছুঁড়েছে।

জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ভেনেজুয়েলা

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে ভেনেজুয়েলা। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আমেরিকাকে দায়ী করেছে কারাকাস। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ অফিসে (UNODC) দায়ের করা অভিযোগে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য হুমকি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধিদল সতর্ক করে দিয়েছে যে এই হস্তক্ষেপ সেই দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য যাদের মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওয়াশিংটন অংশীদার বলে মনে করে না।

জাতীয় খবর রাজনীতি
বাংলা দৈনিক
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

# অনিয়মিত এক বাংলাদেশিকে ফেরত নিলে নিয়মিত পথে একজন নেবে ইটালি

**ইটালি ঃ** অনিয়মিত পথে আসা একজন বাংলাদেশিকে ফেরত নেয়া হলে, বিনিময়ে অপর একজন বাংলাদেশিকে নিয়মিত পথে আসার আসার সুযোগ দেবে ইটালি। ইউরোপের দেশটি বাংলাদেশকে এমন প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাটি চলমান রয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। মঙ্গলবার ইটালির রাজধানী রোমের একটি হোটেলে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগের দিন সোমবার ইটালির রাজধানী রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

সেই সাক্ষাত প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রোমের মেয়র ''অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন যে আপনারা খুব মূল্যবান তার জন্য। এই শহরের একটা মূল্যবান অংশ আপনারা কন্ট্রিবিউট করছেন এবং আপনাদের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে রোম শহরের যে উন্নতি হচ্ছে সেটা বারে বারে উনি উল্লেখ করেছেন। এবং আপনাদের পরিশ্রম, আপনাদের মেধা, আপনাদের সৃজনশীলতাএগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন।''

ইটালিতে বসবাসতরত বাংলাদেশিদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত জানিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, সেসব বিষয় নিয়ে রোমের মেয়রের সঙ্গে কথা হয়েছে।

তিনি বলেন, ''ভিসার কথা বললাম। এই যে লোক বের করে দেয়া হচ্ছে, সেগুলো বললাম। যাদের ভিসা দেওয়া হয়েছিল, এখন ভিসা রিনিউ করা হচ্ছে না, সেগুলোর কথা বললাম।''

জবাবে ইটালির রাজধানী রোমের মেয়র কী উত্তর দিয়েছেন, তা নিয়েও প্রবাসীদের সামনে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ''(মেয়র বলেছেন) বাংলাদেশি যারা আছেন, তারা ইটালির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমন না যে আমরা তাদের থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচি। আমরা তাদের রাখতে চাই, এটা পরিষ্কার। সম্মানের সঙ্গে রাখতে চাই।''

কিন্তু এতে কিছু সমস্যা আছে বলেও প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছেন রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ''ভেজাল, এই বাংলাদেশ যেখানে যাচ্ছে ভেজালের একটা সৃষ্টি করছে। এটা থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না। এটা থেকে নিষ্কৃতি কীভাবে? আমি বললাম যে আমরা দুই পক্ষ চেষ্টা করি, আমাদেরও কষ্ট হয়। তারাও (বাংলাদেশি অভিবাসী) কষ্ট পায়, আমরাও কষ্ট পাই। তারা (বাংলাদেশি অভিবাসী) ঠেকায় পড়ে এসবের মধ্যে পড়ে গেছে, এমন না যে তারা আসলে দুষ্ট লোক। তারা ভালো লোক, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে দুষ্টুমি করে টিকে থাকতে হচ্ছে তাদেরকে। দুষ্টুমি করে যাতে টিকতে না হয় সে জন্য একটা পন্থা বের করতে হবে আমাদের।''

রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির কার্যালয়ে তার সঙ্গে আলাপ করছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।রোমের মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরির কার্যালয়ে তার সঙ্গে আলাপ করছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশিরা অনিয়মিত পথে ইটালি আসলেও দেশটিতে থাকতে চান না বলে প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছেন রোমের মেয়র।

সমাধান হিসাবে ইটালির পক্ষ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ''এখন বলছে যে, একজন যদি নিয়ে যাও, আমরা একজন নতুন

আনবো।''

তিনি আরো বলেন, ''একজন ভেজাল লোক অদলবদল করে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাক। অর্থাৎ জিনিসটা পরিষ্কার। তাদেরও ইচ্ছা পরিষ্কার, আমরাও চাই যে পরিষ্কার। এখন একজনের পরিবর্তে একজন হবে, নাকি একজনের পরিবর্তে দুই জন হবে, এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলাপ করছি যে কী করা যায়। এটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে, উপায় নেই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে তাদেরকে এটা করতে হয়।''

ইটালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত দেশটিতে অনিয়মিত পথে আসা আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ৫৪ হাজার ৩৮০। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৬ হাজার ১৭৫ জন হলেন বাংলাদেশি নাগরিক। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা মিশরীয়দের সংখ্যা সাত হাজার ৪৫৯। এর পরেই রয়েছে ইরিত্রিয়া, পাকিস্তান ও সুদানের নাম।

অনিয়মিত পথে আসা বাংলাদেশিদের প্রসঙ্গ ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ''এই যে নানাভাবে আসেন, তাদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। জাহাজ থেকে সদ্য নামা লোকের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। মেয়রকে নিয়েও আলাপ হয়েছে। কী করবে এখন, এরা তো এসে গেছেন। মেয়র বললেন যে ঠিক আছে। এসে যখন গেছে, আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের গ্রহণ করা। তাদের এখানে সেটেল করা। তাদের (ইটালির) অ্যাটিটিউড দেখলাম যে এরকম না, এক্ষুণি জাহাজে উঠো, ফেরত যাও। ওরকম বলেনি। ওরকম বলে না তাদের। এটাই ভালো লাগে যে, এরা সম্মান করে, মানবিকতা আছে।''

কিন্তু বাংলাদেশিরা ইটালিতে এসে থাকতে চান না বলেও প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছেন ইটালির মেয়র রবার্তো গুয়ালতিয়েরি। এ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ''মেয়র বললেন, এরা এখানে থাকবে না তো। আমি বললাম, কেন? বললেন, তাদের ডেসটিনেশন হলো অন্য দিকে। আরো উত্তরে যাবে। উত্তরে যেতে যেতে কদ্দুর যাবে, সেটা তারাই জানেন। কিন্তু এখানে বেশিদিন থাকেন না।''

সমস্যা সমাধানে আলাপ চলমান রয়েছে জানিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ''একটা তো হলো ভেজাল লোক, ঢুকে গেছে কাগজপত্র কিছু নেই। ভেজালের মধ্যে আছে। ওদেরকে কীভাবে সঠিক পথে নিয়ে আসা যায়। অর্থাৎ চেষ্টা হচ্ছে সমাধান করা। তাড়িয়ে দেওয়াটা সমাধান না। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। দুই পক্ষেই এটা পরিষ্কার, তাড়িয়ে দেওয়াটা সমাধান না।''

ইটালির ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির সঙ্গে কয়েক দফা সাক্ষাৎ হওয়ার কথাও জানান মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, ''তিন বার দেখা হয়েছে। চতুর্থ বার আবার দেখা হবে ডিসেম্বরে। উনি বাংলাদেশে আসবেন তখন। কয়েকদিন আগেই দেখা হয়েছে। সেটা হলো নিউইয়র্কে।''

মানবপাচার ঠেকাতে সরকারের তৎপরতা প্রসঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ''হিউম্যান ট্রাফিকিং যে জিনিসটা বলে, আপনারা সবাই পরিচিত আছেন, মস্ত বড় জিনিস, বহুলোক প্রাণ দেয় ইত্যাদি। এগুলো যাতে দিতে না হয় সেটার চেষ্টা করা। যেহেতু তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এটা বহুবার বুঝিয়েছি যে জিনিসটা যাতে হয়, সুন্দরভাবে হয় এবং আপনারা যাতে বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হন।''

রোম শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশিরা আছে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ''রোম শহরের কোনো রেস্টুরেন্ট নেই, যেখানে বাংলাদেশি শেফ নেই। বাংলাদেশি শেফ চলে গেলে, রোম শহর অচল হয়ে যাবে।''

এসময় প্রবাসীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ''অভ্যুত্থানের সময় আমরা যে সরকার পেলাম, যে অবস্থা পেলামএটা লন্ডভন্ড অবস্থা। টাকা-পয়সা সব খালি। চলাফেরা, বেতন দেবার উপায় নেই। মানুষের টাকা পরিশোধ করার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক (ঋণ) পরিশোধ করার উপায় নেই। একদম তলানিতে আমরা।''

তখন রেমিট্যান্সের উপরই আস্থা রেখেছিলেন বলে জানান মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, ''এই রেমিট্যান্স না হলে এই সরকার টিকে থাকা বড় মুশকিল হতো।''

ইটালির রোমে দুই দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে তাকে বহনকারী বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত বার্ষিক ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামে অংশ নিতে গত রোববার (১২ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার দিকে ইটালির রাজধারী রোমে পৌঁছান অধ্যাপক ইউনূস।

## ট্রাম্পের 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য'র দাবি ঃ দুর্দান্ত তোষামোদ বলে কটাক্ষ

**নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ** একজন মার্কিন সাংবাদিক 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর' সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের দাবিকে তার তোষামোদকারী ব্যক্তিত্বের কারণে বলে মনে করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তার আঞ্চলিক সফরের সময় আরবদের উদ্দেশ্যে দাবি করেছেন, গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি হল একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর। নিউইয়র্ক টাইমসের উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে অনুসারে, আমেরিকান সাংবাদিক থমাস এল. ফ্রিডম্যান নতুন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের দাবিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তোষামোদ এবং তোষামোদের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। থমাস এল. ফ্রিডম্যান একটি বিশ্লেষণে লিখেছেন, ট্রাম্পকে ইসরায়েলি এবং আরবদের বলতে শোনা গেছে যে তারা নতুন

মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর-এ আছেন, বিষাক্ত বর্জ্য দূষিত ভূমিতে ট্রাম্প তার ব্যাংকারদের বিশ্বের বৃহত্তম, সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হোটেল তৈরি করতে রাজি করানোর চেষ্টা করার মতো ছিল! ফ্রিডম্যান আরও বলেন, ইসরায়েলি নেসেটে এবং তারপর মিশরের শার্ম আল-শেইখে ২০ জনেরও বেশি বিশ্ব নেতার সামনে ট্রাম্প তার বক্তৃতায়, গুন্ডামি, তোষামোদ এবং অতিরঞ্জনের একত্রীকরণের আশ্চর্যজনক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। কোনও কূটনীতিক বা পররাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক প্রেসিডেন্টকে এমন ঝুঁকি নেওয়ার পরামর্শ দিতেন না, তবে ট্রাম্প মনে হয় ব্যবসায়িক স্কুলে গেছেন এবং স্পষ্টতই বিশ্বাস করেন যে তিনি তোষামোদ এবং অহংকার দিয়ে এই সংঘাতের একটি সুখী পরিণতি ঘটাতে পারবেন। আমেরিকান বিশ্লেষক জোর দিয়ে বলেন, বাস্তবতা অন্য কিছু। আরব এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী তৈরির জন্য জাতিসংঘে কোনও সমাধান দেখা যাচ্ছে না। গাজার পুনর্গঠনের জন্য কোনও বাজেট নেই। এদিকে, আল জাজিরা ওয়েবসাইটও একটি নিবন্ধে লিখেছে, ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে বৈধতা চাইছেন, কারণ তার বক্তৃতাগুলোতে তিনি হয় তার যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা নিয়ে গর্ব করেন এবং এর পক্ষে পোজ দেন অথবা ইসরায়েল এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি তার সমর্থনের উপর জোর দেন। তার বক্তৃতায়, তিনি ফিলিস্তিনি অধিকারের কথা না বলে একটি 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য' প্রচার করেন এবং গাজা ও ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা এবং অপরাধের কথাও উল্লেখ করেন না। এই বিশ্লেষণের অন্য একটি অংশে বলা হয়েছে যে, ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করার অনুরোধ, অথবা গাজায় ইহুদিবাদীদের গণহত্যা এবং অপরাধের কথা উল্লেখ না করে স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার অনুরোধ, সবই একটি বিষয় নির্দেশ করে ট্রাম্প ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বজায় রেখেছেন এবং সম্ভবত তা আরও উন্নত করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই, ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা নিয়ে গর্ব করেন অথবা ইসরায়েলকে সমর্থন করেন এবং কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জনগণ যে দুর্ভোগ ভোগ করছে তার প্রতি খুব কম মনোযোগ দেন।

## আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা চলবে ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

**দক্ষিণ আফ্রিকাঃ** দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি হলেও আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তার দেশের দায়ের করা মামলার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। গতকাল মঙ্গলবার কেপটাউনের পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গাজায় জাতিগত নিধনের অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলাটি করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও দখলদার ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে।

# 'ইউক্রেনের জন্য ৫০ টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট নয়' / রাশিয়া ঃ পরিণতি ভালো হবে না

**লন্ডন ঃ** ব্রিটিশ পত্রিকা ফাইন্যানশিয়াল টাইমস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ৫০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও রাশিয়া এর পরিণতি সম্পর্কে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে।

ফাইন্যানশিয়াল টাইমস লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৫০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনে পাঠাবে, যা যুদ্ধের গতিপথ বদলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)-এর সাবেক কর্মকর্তা মার্ক ক্যানসিয়ান বলেছেন, আমেরিকার কাছে মোট চার হাজার ১৫০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ আছে, কিন্তু তারা কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্রই ইউক্রেনকে দিতে সক্ষম।

টমাহক পাঠানো ট্রাম্পসহ সবার জন্যই বিপজ্জনক : মেদভেদেভ

রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের উপ-প্রধান দিমিত্রি মেদভেদেভ সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউক্রেনকে দূরপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেয়, তাহলে ট্রাম্পসহ সবার জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। তিনি সোমবার টেলিগ্রামে লিখেছেন, টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর মধ্যে পারমাণবিক বা সাধারণ ওয়ারহেডযুক্ত সংস্করণের কোনো স্পষ্ট পার্থক্য নেই, তাহলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে? ঠিক একই রকম। এই বক্তব্যটি মস্কোর সম্ভাব্য পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

ইউক্রেনকে টমাহক দেওয়া মানেই পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা ঃ লুকাশেঙ্কো

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো মঙ্গলবার সতর্ক করে বলেছেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে, তবে তা সরাসরি পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা করবে।

পোল্যান্ডের সতর্কতা ঃ রাশিয়া ইউরোপের গভীরে হামলা চালাতে পারে

পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোসওয়াফ সিকোরস্কি বলেছেন, ইউরোপকে রাশিয়ার সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তিনি ইউরোপের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার না করা এবং পূর্ব সীমান্তে ড্রোন প্রতিরক্ষা প্রাচীর গঠনে বিলম্ব করাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইউক্রেনের প্রতি ধারাবাহিক সমর্থনের আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইউক্রেনকে রাশিয়ার অবকাঠামোতে হামলার জন্য দূরপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা।

যুক্তরাজ্য ঃ ইউক্রেনকে ৮৫ হাজার ড্রোন দিয়েছি

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে লন্ডন ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য ড্রোন উৎপাদন ও সরবরাহ ত্বরান্বিত করতে ৬০ কোটি পাউন্ড বিনিয়োগ করবে। তিনি জানান, গত ছয় মাসে যুক্তরাজ্য ইউক্রেনকে ৮৫ হাজারেরও বেশি সামরিক ড্রোন দিয়েছে। রুশ সামরিক তৎপরতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই হুমকির জবাবে ড্রোন উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং ন্যাটো সদস্যদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

ন্যাটো রুশ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার প্রক্রিয়া সহজ করতে চায় ঃ টেলিগ্রাফ

ব্রিটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফ একটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রুশ যুদ্ধবিমান যদি তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে যাতে সেটিকে বৈধ লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ধ্বংস করা সহজ হয়, তা নিয়েই ন্যাটো সদস্যরা আলোচনা করছে।

## আজকের দিনটি

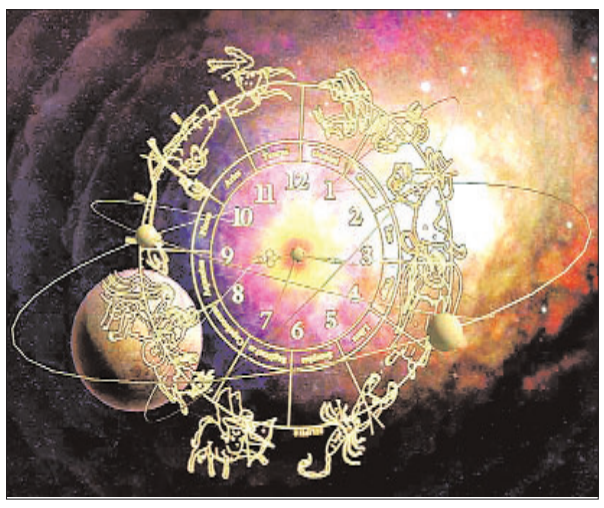

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# বাংলাদেশিদের আজ থেকে ভ্রমণের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে শ্রীলঙ্কায়

**কোলম্বো ঃ** শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণে যেতে পর্যটকদের জন্য আগাম 'ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন' বা ইটিএ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে দেশটির সরকার। আজ ১৫ অক্টোবর থেকে নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। এত দিন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরা শ্রীলঙ্কার বিমানবন্দরে পৌঁছেও (অন-অ্যারাইভাল) নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে ভিসা সুবিধা পেতেন।



ইটিএ বাধ্যতামূলক করার তথ্যটি ঢাকায় অবস্থিত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশন দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যান্ড এমিগ্রেশন বিভাগের বরাত দিয়ে জানিয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ভ্রমণকারীরা এখন দুইভাবে ইটিএ বা ডিজিটাল অনুমতি সংগ্রহ করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে শ্রীলঙ্কা সরকারের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের ঞ্চতজ্.ঞ্গণত্ত.ঔঁডন্তুজ্ব মাধ্যমে। অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনের মাধ্যমে ভিসা আবেদন জমা দিয়ে অনুমতি নেওয়া যাবে। বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার হাইকমিশন ঢাকার গুলশান ২এ।

সবুজ পাহাড়, নীল জলের সমুদ্র আর প্রাচীন শহরের টানে প্রতিবছর অনেক বাংলাদেশি দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন। দেশটির পর্যটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুয়ায়ী, গত বছর প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশি দেশটি ভ্রমণ করেছেন। এই হার চলতি বছর আরও বেড়েছে, প্রথম ৯ মাসেই ৪৫ হাজারের বেশি বাংলাদেশি পর্যটক শ্রীলঙ্কা গেছেন।

প্রাথমিকভাবে ৩০ দিনের জন্য ডবল এন্ট্রি ইটিএ ভিসা ইস্যু করা হয়। এই ভিসার ফি ২০ মার্কিন ডলার বা প্রায় আড়াই হাজার টাকা। অনূর্ধ্ব ১২ বছরের শিশুদের জন্য কোনো ফি রাখা হয় না।

ঢাকা থেকে কলম্বো ফ্লাইটে সময় লাগে তিনচার ঘণ্টা। শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইনস, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, থাই এয়ারওয়েজ, ফিট এয়ার, ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়াসহ বেশ কিছু এয়ারলাইনস প্রতিদিন তাদের ফ্লাইট বিরতি দিয়ে ও বিরতিহীন পরিচালনা করে আসছে। শ্রীলঙ্কান হলিডেস বাংলাদেশের ট্যুর কনসালট্যান্ট রুকাইয়া জাহান বলেন, 'শ্রীলঙ্কার বিমানবন্দরে পৌঁছে ইটিএ নিতে গেলে অনেক সময় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এখন তা বাধ্যতামূলক করায় পর্যটকেরা আগাম নেওয়ার মাধ্যমে বিমানবন্দরের জটিলতা এড়াতে পারবেন। এতে ভ্রমণও সহজ হবে।'

# শাহরুখ খান নিজেকে ফিট রাখতে এই চার খাবার খান, জেনে নিন গুণাগুণ

**মুম্বাই ঃ** আগামী ২ নভেম্বর ৬০ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। এ মাসেই তাঁর বিলিয়নিয়ার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। বড় ছেলে আরিয়ান খান কিছুদিন আগেই মুক্তি দিয়েছেন নিজের পরিচালিত প্রথম সিরিজ। মেয়ে সুহানা খানেরও বলিউডে অভিষেক ঘটেছে। স্ত্রী গৌরী খান যুক্ত আছেন সিনেমা প্রযোজনা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে। অর্থাৎ শাহরুখ খান সব দিক থেকে পরিপূর্ণ। ফলে তাঁকে সুখী মানুষ হিসেবেই ধরা যায়। তবে সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো শাহরুখের ফিটনেস। এই বয়সেও কীভাবে নিজের তারুণ্য ধরে রেখেছেন?

শাহরুখের খাদ্যাভ্যাস

২০২৪ সালে ভারতীয় আরজে দেবাঙ্গনার সঙ্গে আলাপকালে শাহরুখ খান নিজের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেন। সেখানে জানান কীভাবে নিজের খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে এতটা তরুণ রেখেছেন।

তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবারগ্রিলড চিকেন, ব্রকলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য পরিমাণ ডাল।

চিকিৎসক কী বলেন

শাহরুখ খানের খাদ্যতালিকায় থাকা চারটি খাবারের গুণাগুণ নিয়ে কথা বলেছেন ডা. পাল মণিক্কম। যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও অন্ত্রস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ।

এ ছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার প্রিভেন্টিভ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির পরিচালক, কমেডিয়ান, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। অন্ত্রস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার কারণে ডা. পাল 'গাটম্যান' হিসেবেও পরিচিত।

ডা. পাল মণিক্কম শাহরুখের খাদ্যতালিকাকে বলেছেন, 'সহজ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত একটি অ্যান্টি-এজিং ডায়েট।' বিষয়টি বিস্তারিত জানা যাক।

গ্রিলড চিকেন ঃ প্রোটিনে মজবুত শরীর

ডা. পাল জানান, বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পেশিক্ষয় ঘটায়। গ্রিলড চিকেন সেই ঘাটতি পূরণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রিলড চিকেনে থাকে প্রায় ৩০ গ্রাম প্রোটিন।

এই প্রোটিন পেশি গঠনে সহায়তা করে, ক্লান্তি কমায় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখে। এ ছাড়া মুরগির মাংস সহজপাচ্য হওয়ায় এটি বয়সজনিত হজমের সমস্যাও দূর করে।

ব্রকলি ঃ অন্ত্রবান্ধব সবুজ সুপারফুড

ডা. পাল ব্রকলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। এসবকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ারহাউস।

ব্রকলিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের মাধ্যমে আমাদের পরিপাকতন্ত্র উপকারী ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে। ফলে অন্ত্রে প্রদাহ কমে। তাই এই সুপারফুড খেলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও তরুণ আর শরীর থাকে হালকা ও কর্মক্ষম।

স্প্রাউটস ঃ ক্ষুদ্র দানায় অনেক পুষ্টি

স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্যে আছে ভিটামিন, মিনারেল ও ডাইজেস্টিভ এনজাইম, যা হজমের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান বার্ধক্যের প্রভাব ধীর করে, কোষগুলোকে রক্ষা করে এবং সারা দিন শরীরে শক্তি জোগায়। ডা. পালের মতে, স্প্রাউটস শরীরের জন্য 'সহজে হজমযোগ্য পুষ্টির প্যাকেজ'।

ডাল ঃ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস

শাহরুখ খানকে খাদ্যাতালিকায় আরও বেশি পরিমাণ ডাল যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. পাল। কারণ, এটি সার্বিকভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে।

ডালে আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ উপাদান।

এসব উপাদান খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য বজায় রাখে। যাঁরা প্রাণিজ খাদ্য কমাতে চান, তাঁদের জন্য ডাল সেরা বিকল্প। এটি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, হজমে সহায়তা করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে শরীরকে তরুণ রাখে।

খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

ডা. পাল মনে করিয়ে দেন, কী পরিমাণ ও কোন খাবার খাচ্ছি, সেটা নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, শাহরুখ খানের খাদ্যতালিকা যদি আমরা অনুসরণ করি, তা নির্দিষ্ট পরিমাণে করতে হবে। আমাদের পরিমিত পরিমাণে উচ্চমানের খাবার খেতে হবে, যাতে তা প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে।

স্বাস্থ্যকর খাবারও যদি অতিরিক্ত খাওয়া হয়, তাহলে তা ওজন বৃদ্ধি, প্রদাহ ও দ্রুত বার্ধক্যের কারণ হতে পারে। খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতনভাবে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে অন্ত্র ভালো থাকে। সেই সঙ্গে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি বজায় থাকে।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য

ডা. পাল বলেন, 'অন্ত্রই হলো শরীরের কেন্দ্রবিন্দু।' সুস্থ অন্ত্র কেবল হজমই নয় বরং ত্বক, মেজাজ, ঘুম ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। ডা. পালের মতে, অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং মানুষের আয়ু বাড়ায়।

সহজ খাবার, অনেক বেশি কার্যকারিতা

শাহরুখ খানের ডায়েটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সরলতা। প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা খাবার, যা রান্না করা সহজ, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। গ্রিলড চিকেন, ব্রকলি, স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্য ও ডালের সমন্বয়ে তিনি তৈরি করেছেন এমন এক খাদ্যাভ্যাস, যা বয়সের ছাপ দূর করে এবং দেয় দীর্ঘস্থায়ী প্রাণশক্তি।

## সম্পাদকীয়

### তালেবান ও আরএসএস যে ইস্যুতে এক

ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সম্পর্ক উন্নয়নে যে চুক্তি হয়ে গেল, সেটিকে অনেকে 'শত্রুর শত্রুই বন্ধু' নীতির বাস্তব রূপ হিসেবে দেখছেন। অর্থাৎ পাকিস্তান এখন আফগানিস্তানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে। তাই ভারত পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ তালেবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ভারত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও সম্প্রতি দিল্লিতে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সংযত, কিন্তু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সাধারণত যখন কোনো দেশ অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে, তখন প্রকাশ্যে অনেক 'কূটনৈতিক ভাষা' বা সৌজন্যমূলক ভান ব্যবহার করে, যাতে অন্য দেশগুলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু ভারত ও আফগানদুই পক্ষের প্রকাশ্য বক্তব্যে সূক্ষ্ম কোনো কূটনৈতিকতার ভানও দেখা যায়নি। এটি ইসলামাবাদকে ক্ষুব্ধ করে এবং এ ঘটনার পরপরই আফগান সীমান্তে পাকিস্তানি সামরিক অভিযান শুরু হয়। এটিকে অনেকেই দিল্লির ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখেছেন। কিন্তু এই চুক্তি কেবল কূটনৈতিক দিক থেকে নয়, সময়ের দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, চুক্তিটি এমন একসময় হলো, যখন ভারতের দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএসের শতবর্ষ উদ্যাপন করা হচ্ছে। মার্ক্সবাদীরা একসময় এ ধরনের মানসিক সখ্যকে 'তমসাচ্ছন্ন ঐক্য' (ইউনিটি ইন অবসকিউর্যানটিজম) বলতেন। এ ধারণা এখন তালেবান ও আরএসএসের মতো দুই ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে প্রযোজ্য। পেছন ফিরে দেখলে মনে হবে, তালেবানআরএসএস সখ্য আসলে তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। ইতিহাসে দেখা যায়, ভারত ও পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তখন, যখন পাকিস্তান ছিল সামরিক শাসক জিয়াউল হকের হাতে। তালেবান বা আরএসএসদুই পক্ষই নারীকে নিয়ন্ত্রণের প্রতীকে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য যতটা বাহ্যিক, অন্তরে তারা ততটাই অভিন্ন। তাই আজ যখন ভারত তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করছে, তখন সেটিকে শুধু 'কূটনৈতিক কৌশল' হিসেবে দেখা ভুল হবে বরং এটি এক 'অদ্ভুত আত্মীয়তা'। এখানে দুই ভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ একই রকম রক্ষণশীলতার মাটিতে দাঁড়িয়ে একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে। জিয়াউল হক ওই সময় তাঁর দেশকে বিতর্কিত ইসলামি আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে এক অন্ধকার যুগে ঠেলে দিয়েছিলেন। আর জিয়াউল হকের সেই গণতন্ত্র হত্যাকে যিনি নৈতিক বৈধতা দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ভারতের সে সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরএসএসের আজীবন সদস্য অটল বিহারি বাজপেয়ী। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্র স্থগিত করার পর তাঁকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইর সরকার। ১৯৭৮ সালে মোরারজি দেশাই সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাজপেয়ী যখন পাকিস্তান সফরে যান, তখন তিনি প্রকাশ্যে জিয়াউল সরকার ও জনতা পার্টির বন্ধুত্বের প্রশংসা করেছিলেন। ওই জনতা পার্টিরই একটি বড় অংশ ছিল আরএসএস। মজার ব্যাপার হলো, বিশ্বের বিভিন্ন নেতা যেখানে জিয়াউলের কাছে আবেদন করছিলেন যেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হয়, সেখানে বাজপেয়ী সেই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীও ভুট্টোর প্রাণভিক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিয়াউল হক মোরারজি দেশাইকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার দিয়েছিলেন। এটি ছিল ভারতপাকিস্তান সম্পর্কের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী মুহূর্ত। পরবর্তী কোনো ভারতীয় সরকার সেই রকম সৌহার্দ্য দেখাতে পারেনি। আরেক প্রসঙ্গে আসা যাক। বিদেশি নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ১০ বছরব্যাপী উদ্যোগে মোদির এক সফর বিশেষভাবে চোখে পড়েছিল। সেটি ছিল তাঁর উজবেকিস্তান সফর। সেখানে তিনি উজবেক নেতাদের সঙ্গে হাসিমুখে মেলামেশা করেছেন। এটিকে একধরনের ঐতিহাসিক বিদ্রূপ হিসেবে ধরা হয়। কারণ, মোদি যে উজবেকিস্তানে গিয়েছিলেন হাসিমুখে, সেই উজবেকিস্তানে তৈমুর লং ও জহিরউদ্দিন বাবর জাতীয় বীর হিসেবে পূজিত হন। অথচ ভারতে এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রকে হিন্দুত্ববাদীরা 'আক্রমণকারী' ও 'অসভ্য মুসলমান' হিসেবে গালি দেন। ভারতে সংঘ পরিবারের অনুসারীরা মুসলমানদের অপমান করতে 'বাবরের আওলাদ' বলে গালি দেন। এ ঘৃণায় আরএসএস এবং পশতু তালেবান উভয়েই যেন একমত। কারণ, দুই পক্ষই বাবর ও মোগলদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লি সফরে তাঁর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। পরের সম্মেলনে অবশ্য তিনি সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং বলা হয়, তখন নারী সাংবাদিকের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই অনেকের চোখ এড়িয়ে গেছে আরও একটি তীব্র বিদ্রূপ। সেটি হলো বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতন্ত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোনো সংবাদ সম্মেলনই আয়োজন করেননিনা নারী সাংবাদিকদের জন্য, না পুরুষদের জন্য। তবে এটা বলার মানে এই নয় যে তালেবানদের নারীদের প্রতি বর্বর আচরণকে হালকা করে দেখা উচিত। কাবুল একসময় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার 'ফ্যাশন রাজধানী'। সেখানে নারীরা ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, আধুনিক ও সংস্কৃতিমনা। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যবিত্ত নারীরা যখন পোশাকের বিধিনিষেধে জর্জরিত, তখন কাবুলের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন প্যারিসীয় ডিজাইনারদের তৈরি স্কার্ট পরে। ভারতের সেতারশিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খান আফগান রাজা জহির শাহর দরবারে সেতার বাজাতেন। আবার আফগান সংগীতজ্ঞ মোহাম্মদ সরহাং ছিলেন ভারতীয় ঘরানা বিখ্যাত গায়ক। তিনি ফারসি কবিতা ও ভারতীয় রাগদুই ক্ষেত্রেই পারদর্শী ছিলেন। আজকের দিনে তালেবান নারীদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করে, ভারতেও ধর্মীয় শুদ্ধতাবাদীরা নারীদের প্রতি প্রায় একই রকম মনোভাব পোষণ করেন। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা (যা তালেবান মতাদর্শকে অনুপ্রাণিত করেছে) এবং হিন্দুত্ববাদীরা উভয়ই ভ্যালেন্টাইনস ডে, মেয়েদের জিনস পরা, মুঠোফোন ব্যবহার বা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাএসব বিষয়ের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে প্রচারণা চালাতে পারে।

# লাদাখে অস্থিরতা ঃ প্রশ্নের মুখে সরকার

কাঞ্চন বসু
সাংবাদিক

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ জ্বলে উঠলো লাদাখ। লেহ শহরে প্রজন্মের তরুণ আন্দোলনকারীরা আক্রমণ করেছিল শহরের প্রধান সরকারি কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় শাসকদল (ভারতীয় জনতা পার্টি - বিজেপি)-র অফিস। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে চলে গেল পাঁচটি প্রাণ। আঙুল উঠলো 'জেন জি' প্রজন্মের উপর এবং তাদের উস্কানি দেওয়ার জন্য লাদাখের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সোনাম ওয়াংচুকের প্রতি।

বেশ কিছুদিন ধরে এই সোনাম ওয়াংচুকের কারণেই লাদাখ কে সবার মনে পড়ছে। বিষয়টা বেশ অন্যরকম। সোনাম ওয়াংচুক এক ব্যতিক্রমী প্রযুক্তিবিদ ও শিক্ষক। যিনি বিজ্ঞানকে যথার্থ অর্থে হাতে কলমে নেড়েচেড়ে মানুষের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর বরফ-স্তূপ লাদাখের মানুষের জল সমস্যা মেটানোর এক অভিনব প্রক্রিয়া। তাঁর উদ্ভাবনের কারণেই ভারতের এই সংবেদনশীল সীমায় প্রবল ঠান্ডায় থাকা সেনাদের জন্য সৌর তাঁবু তৈরি হয়েছে।

তাঁর জীবনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল একটি বিশেষ চলচ্চিত্র, সে কথাও আমরা জানি।

প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্কে থেকে, আজ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট ও হিমালয়ের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের দিকে খেয়াল রেখে তিনি একের পর এক উদ্ভাবনের কথা ভেবেছেন এবং সকলের সহযোগিতায় এক বিকল্প পথের সন্ধান করছেন। 'ম্যাগাসেসে' থেকে আরম্ভ করে দেশে বিদেশে বহু সম্মানে ভূষিত সোনাম ওয়াংচুক কেন আন্দোলন করছেন?

এর উত্তর জানতে গেলে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের সাথে লাদাখের ভাগ্য বহুদিন জড়িত। ২০১৯ সালে লাদাখের মানুষ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে '৩৭০ ধারা' লোপ এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আনন্দে দু'হাত ভরে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন। যদিও কাশ্মীরের মানুষকে রীতিমতো ভারতীয় সেনা দিয়ে ঘরবন্দী করে '৩৭০ ধারা' বিলোপ করা হয়। তারপরেও দীর্ঘ দিন 'কাশ্মীর' সমস্ত রকম যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

লাদাখের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবেন। সংবিধানের '২৪৪ ধারা'র অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ তফসিলে ঢুকলে এদের জীবন, জমি, সম্পদ, চাকরি সমস্তই সুরক্ষিত থাকবে। স্বাধীন ভারতে যোগদানের সময় বেশ কিছু প্রদেশ বিভিন্ন সুরক্ষা কবচের প্রতিশ্রুতিতেই ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেয়। '৩৭০ ধারা' বিলোপের পর লাদাখ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে, এটাই সবচেয়ে আনন্দময় ছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়ে গেছে যেখানে কোনো নির্বাচিত রাজ্য সরকার নেই। সমস্তই চলে দিল্লির নিয়োগ করা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ইচ্ছায়।

ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হলে, যেহেতু এখানে জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, লাদাখের ভূমিপুত্র কন্যাদের নিজেদের জল, জঙ্গল, জমির অধিকার যাতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে, সেই সুরক্ষাই পাওয়া যেত। অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামে আদিবাসী প্রধান অঞ্চলে এই ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনো অবধি তা কার্যকর হয়নি। এর ফলে লাদাখে পরিবেশ বিধ্বংসী কর্পোরেট এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অন্যদিকে গত ছয় বছর ধরে এখানে সেরকম চাকরির কোনো সংস্থান হয়নি। তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ সে জন্য বিক্ষুব্ধ।

বেশ কিছুকাল ধরেই সোনম ওয়াংচুক এই বিষয়গুলো নিয়ে বার বার আন্দোলন করছেন কিন্তু তাঁর পথ শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের। বিগত পনেরো দিন ধরে তাঁদের দাবি নিয়ে সোনাম ওয়াংচুক এবং তাঁর জনা পনেরো সাথী অনশন করেছেন। এর মধ্যে অনশনরত ৭২ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ ও ৬২ বছর বয়স্কা একজন মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তরুণদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তাঁরা আর এই অহিংস পন্থায় ভরসা রাখতে পারছেন না। অনশনস্থলেই তাঁরা প্রথমে জড়ো হয়েছিলেন। তারপর বড় একটি অংশ যাতে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ ছিলেন তাঁরা স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে সরকারি দপ্তর আক্রমণ করে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সোনাম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করেন। সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানান যে এই হিংসার পর তাঁর পথ নয়। তরুণ প্রজন্মের কাছে আবেদন করেন যেন তাঁরা হিংসার পথ থেকে সরে আসেন।

সম্প্রতি প্রতিবেশী নেপালে এই তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের ফলেই কে পি শর্মা অলি সরকারের পতন ঘটেছে। ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতিতে পালাবদল হয়। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এই 'জেন জি' প্রজন্মের দ্বারা যারা বরাবর ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যেই বড় হয়েছে। এরা অতি সহজেই সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগের দ্বারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে। এবং স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল তৈরি হয়। এদের জন্ম নয়ের দশকের শেষ থেকে দুই হাজার বারো সালের মধ্যে। এরা বাস্তব এবং অন্তর্জালের দুনিয়াকে মিলিয়ে দেখে। এরা চাকরি চায়, সুস্থ জীবন চায়। এদের ক্ষোভ স্বাভাবিক, বহিঃপ্রকাশ যেমনি হোক।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে লেহ অ্যাপেক্স বডি (গ্লবক্ক) বা ল্যাব যেটা বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমাহার। তার সাথে আছে কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (গত্ত্বক) বা কেডিএ। এলাকার বিপুল পরিমাণ মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থক।

সোনম ওয়াংচুক এবং তাঁর সহযোগীদের অনশনের কিছুদিন আগেও যে বিরাট আন্দোলন হয়, সেখানেও এই অঞ্চলের জনসংখ্যার দশ শতাংশ যোগদান করে। একটা সময় সোনম ওয়াংচুক কে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এদের দাবিগুলি খুব স্পষ্ট। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার আগে জম্মু কাশ্মীরের সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন এদের কথা বলার জন্য অন্তত চারজন বিধায়ক ছিল, একটি নির্বাচিত সরকার ছিল। এখন এখানে কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার নেই, দূর থেকে আসা কেন্দ্রের প্রতিনিধির পক্ষে এলাকার সমস্যা বুঝে কাজ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হোক, সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধির বিধানসভা হোক এটি তাদের দাবি। অত্যন্ত স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দাবি। তাঁরা চাইছেন দুজন সাংসদ এবং এলাকার মানুষের জীবিকার সুরক্ষার জন্য একটি 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। পাশাপাশি জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ জনজাতি হওয়ায় এরা ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছেন।

কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে '৩৭০ ধারা' বিলোপের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় কর্পোরেটের বাণিজ্য বিস্তার। এখন সমস্ত কর্পোরেট সংস্থাগুলি কাশ্মীরের মত এখানেও বিভিন্ন ব্যবসার জন্য জমি অধিগ্রহণের ভাবনায় আছে। হিমালয়ের মতো ভঙ্গুর পর্বত এবং তার অতি সংবেদনশীল অঞ্চল এই কর্পোরেটদের হাতে পড়ে কী সর্বনাশ হতে পারে সোনম ওয়াংচুক তা নিয়ে বারবার বলছেন। ভারতের অন্য একটি পাহাড়ি রাজ্যে তথাকথিত 'বিকাশ'-এর ঠেলায় সেখানে এখন প্রতিনিয়ত মেঘভাঙা বন্যা, ধস ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সামনে পড়ে বিপন্ন মানুষ।

এই সবটুকু ভেবে আজ সরকারের উচিত ছিল এতদিন ধরে উঠতে থাকা দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু তারাও এখন এই হিংসাত্মক কান্ডের পর সোনাম ওয়াংচুক এবং তাঁর সাথীদের উপর দোষ দিয়ে রাজনৈতিক লাভ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সোনাম ওয়াংচুক কে গ্রেফতার করে রাজস্থানের যোধপুরের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজস্থানের সিপিআই(এম)-এর সাংসদ অমরা রাম সোনাম ওয়াংচুকের সাথে দেখা করতে চাইলে মোদি সরকার তাঁর সাথে অমরা রামের দেখা করার অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি। সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাঁর স্বামীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবী করেছেন।

সব দেশেই 'জেন জি' নিয়ে এখন শাসকদল আশঙ্কিত। সোনাম ওয়াংচুক এদের কাছে সেতুর মত। তাঁর কথা আজ শুনতেই হবে।

# গাজা যুদ্ধে কে 'জয়ী' হলো, কে 'বিজয়ী' হলো?

**আবদুর রহমান আল-শাম্মারি**

যুদ্ধ শেষ হয়েছেঅন্তত গাজাবাসীর তা-ই ধারণা। বিমানের চক্কর থেমেছে। কামানের গর্জন স্তব্ধ। রাত নামলেও গাজা ঘুমায়নি। যেন ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মানুষ উঠে আসছে। যেন মৃতদেহ হঠাৎ পুনর্জীবন পেয়েছে।

তারা ফিরে এল। তারা প্রথমেই বুকে করে নিয়ে এল নিজের মাতৃভূমিকে তারপর নিজের সামান্য বেঁচে যাওয়া টুকটাক জিনিসপত্র।

বিশ্ব এমন দৃশ্য আগে দেখেনি। পুরুষেরা ঘরবাড়ির দোরগোড়ায় ধুলো ঝাড়ছে। নারীরা সাগরের পানি দিয়ে ভাঙা পাথর ধুচ্ছে। শিশুরা ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে দৌড়াচ্ছে। কেউ হারানো বল খুঁজছে। কেউ খুঁজছে আগুন থেকে বেচে যাওয়া কোনো অদগ্ধ বই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন মৃত্যু বদলে গেল জীবনে। ধ্বংস বদলে গেল সৃষ্টিতে। নিস্তব্ধতা বদলে গেল মানুষের কর্মমুখরতায়।

মানবতার এমন পুনর্জন্ম পৃথিবী কমই দেখেছে। মনে হলো, গাজা যেন কবর থেকে উঠে ঘোষণা দিচ্ছে'আমি বেঁচে উঠেছি আবারও!'

ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ শহীদ হয়েছে। দেড় লাখের বেশি লোক জখম হয়েছে। হাজার হাজার ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তবু যারা বেঁচে গেছে, তারা কারও সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করেনি। কারও করুণার আশায় বসে থাকেনি।

যাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও উদাসীনতা তাদের একা ফেলে দিয়েছে, তাদের কাছে কোনো কৈফিয়তও তারা চায়নি। তারা ফিরে এসেছে নিজেদের ধ্বংসস্তূপে। হাতে হাত লাগিয়ে গড়ে তুলছে নিজের জীবন।

যেন পাথরগুলোও তাদের হাত ছুঁয়ে বলছে'তুমি-ই সত্যিকারের পাথর, তোমার স্থিরতাই আমার শক্তি।'

ভাঙাচোরা ঘরের মাঝে তারা রুয়ে দিচ্ছে আশার বীজ। তাদের এই জীবনের দিকে ফিরে চলা পৃথিবীকে আবারও চমকে দিয়েছে। বাকি বিশ্ব যাকে 'ফিরে আসা' বলছে, গাজার মানুষ সেটাকেই বলছে 'বিজয়'। সেটি তাদের কাছে চুরি যাওয়া অধিকার ফেরত পাওয়ার ঘোষণা।

গাজা কেন ক্লোটিলার আশায় সাগরের দিকে চেয়ে থাকে আরবি এক আশ্চর্য নিখুঁত ভাষা। আরবিতে 'ফাওজ' (AH2) এবং 'নাসর' (F51) দুটি শব্দের মানে প্রায় এক। কিন্তু তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। 'ফাওজ' মানে 'জয়' বা 'ভিক্টরি'। আর 'নাসর' মানে 'বিজয়' বা 'ট্রিয়াম্ফ'।

'ফাওয মানে এমন এক ধরনের জয়, যেখানে তুমি আগুনের ভেতর থেকেও আত্মাকে অক্ষত রেখে বেরিয়ে আসো। অর্থাৎ, হয়তো তুমি সব হারিয়েছঘরবাড়ি, প্রিয়জন, সম্পদ কিন্তু তুমি নিজের সম্মান, বিশ্বাস আর মনুষ্যত্বকে হারাওনি। এটা আত্মিক বা নৈতিক বিজয়।

গাজাবাসীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে ফিরেছে, মাথা নত করেনি, আশা হারায়নি। এটাই তাদের 'ফাওয'।

'নাসর' মানে হলো বাহ্যিক বিজয়, শত্রুকে পরাস্ত করা, নিজের ইচ্ছা ও শক্তি দিয়ে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। এটা হলো যুদ্ধক্ষেত্রের জয়যেখানে তুমি শত্রুকে দমন করো, তাদের ইচ্ছার বিপরীতে নিজের শর্ত চাপিয়ে দাও।

'ফাওজ' আত্মাকে বাঁচায় আর 'নাসর' শত্রুকে হারায়। দুটি শব্দই গাজার ক্ষেত্রে খাটে। গাজা 'ফাওজ' বা জয় পেয়েছে, কারণ ধ্বংসের পরও গাজা উঠে দাঁড়িয়েছে, হাল ছাড়েনি, মর্যাদা হারায়নি।

গাজা 'বিজয়ী' ('নাসর' অর্থে) হয়েছে, কারণ তারা শত্রুর ইচ্ছাকে পরাজিত করেছে। ইসরায়েল চেয়েছিল তারা ভেঙে পড়ুক, কিন্তু তারা আরও দৃঢ় হয়েছে।

গাজার ছিল না কোনো যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, অস্ত্র, বা কোনো শক্তিধর জোট। ছিল কেবল এই বিশ্বাস'যত দিন হৃদয় ধুকধুক করে, তত দিন ভূমি মরে না।'

মাটির বুক থেকে তারা জন্ম নিয়েছে। তারাই সেই মাটি, সেই ধ্বংসস্তূপ, সেই ভগ্নাবশেষ। তারা ফিরে এসেছে উত্তাল ঢেউয়ের মতো, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আগামী দিনের দিকে।

গাজা না ধৈর্যের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র তুলেছে না উড়িয়েছে আশার চেয়ে উঁচু কোনো পতাকা। আল্লাহ বলেছেন, 'কত ক্ষুদ্র এক দল আল্লাহর অনুমতিতে জয়ী হয়েছে বৃহৎ বাহিনীর ওপর। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪৯)

আসলে তাদের বিজয় এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। মানুষের অস্ত্র থেকে নয়।

শত্রুরা যেটিকে অর্জন ভেবেছে, বাস্তবে তারা তার চেয়েও বেশি হারিয়েছে। তারা হারিয়েছে নিজেদের মুখোশ, নিজেদের মর্যাদা, নিজেদের বয়ান।

আর গাজার পতাকা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে তারা উদ্দাম নাচ নেচে যাচ্ছে। আজ পৃথিবীর প্রতিটি মুক্ত আত্মা গাজা থেকে এসেছে। সেখানে চামড়ার রং, ধর্ম, ভাষা, জাতকিছুই বাধা নয়। গাজার এখন নতুন এক 'পাসপোর্ট' আছে যা কোনো সরকার দেয়নি। সেই পাসপোর্টের নাম 'বিজয়'। এটি বহন করে প্রত্যেক মুক্ত, মর্যাদাবান মানুষ যার জন্য লাগে না কোনো ভিসা, কোনো অনুমতি। গাজার নাম এখন ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বের বড় বড় শহরে, স্টেডিয়ামে, সম্মেলনে, সংবাদমাধ্যমে। অন্যদিকে গাজার শত্রু হারিয়েছে গল্প বলার ক্ষমতা। দশকের পর দশক ধরে গড়ে তোলা ভারসাম্য, প্রভাব, ভাবমূর্তিসব ভেঙে পড়েছে। এখন সেই জাহাজের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নেই। এটি নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবীর মুক্ত মানুষ।

এটাই আল্লাহর বিজয়। যখন তিনি চান, তখন তাঁরই সৈন্যরা সেই জয় এনে দেয়। আসমান-জমিন উভয়েরই সৈন্য তাঁর।

গাজা জিতেছে, কারণ তারা আত্মসমর্পণ করেনি। তারা বিজয়ী, কারণ পৃথিবীর সব বিশ্বাসঘাতকতা, সব অবরোধের পরও তারা মাথা নত করেনি। তাদের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তবু তারা যায়নি। তাদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, তবু তারা থেকে গেছে। তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু তারা ভাঙেনি। তাদের প্রতিরোধকে চেপে ধরা হয়েছিল, তবু তারা পিছু হটেনি। তাদের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল, তবু তারা নীরব হয়নি।

আর গাজা? সে জিতেছে, কারণ সে ফিরে এসেছে। ফিরে আসাটাই এক মহাবিজয়।

গাজা জিতেছে, কারণ তার অটলতা রাজনীতিকদের নত হতে বাধ্য করেছে। তার মানুষ ফের গড়ে নেওয়াকে বেছে নিয়েছে, কান্নাকে নয় তার মানুষ বেছে নিয়েছে কাজ, বিলাপকে নয় তার মানুষ বেছে নিয়েছে আশাকে, হতাশাকে নয়।

গাজা জিতেছে, কারণ তারা আত্মসমর্পণ করেনি। তারা বিজয়ী, কারণ পৃথিবীর সব বিশ্বাসঘাতকতা, সব অবরোধের পরও তারা মাথা নত করেনি। তাদের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তবু তারা যায়নি।

তাদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, তবু তারা থেকে গেছে।

তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু তারা ভাঙেনি। তাদের প্রতিরোধকে চেপে ধরা হয়েছিল, তবু তারা পিছু হটেনি। তাদের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল, তবু তারা নীরব হয়নি।

এরপরও কি তুমি প্রশ্ন করবেকে জিতল, কে বিজয়ী হলো?

## পাঠকের চিঠি

### বাঙালির চায়েতে না নেই

পাড়ার দোকানে কিংবা রাস্তার মোড়ে মাটির ভাঁড় বা কাপে গরম চায়ে চুমুক না হলে মোটেই চলে না বাঙালির । চা প্রিয় বাঙালির চা খেতে খেতে ক্লান্তি মেটানো আর সাথে দেদার আড্ডা এ যেন নতুন কিছু না। তার উপরে এখন ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। তাই চা পানের হিসেবটিও বেড়েছে ।আড্ডায় ভিন্ন স্বাদেরগল্প স্থান পেলেও সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নিয়েছে রাজনীতির চর্চা। ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতামত নিয়ে চলে তুলকালাম চর্চা। এমন করেই কেউ কেউ সকাল-সন্ধ্যে কাটিয়ে দেন অবসরের সময়গুলো চায়ের দোকানেই। কোন দল ভালো আর কোন দল খারাপ,কোন দল কতটা কর্মসংস্থান করল,কে দলবদল করে কোন দলে গেল, তা নিয়ে চলতে থাকে তুমুল চর্চা। এই কর্মব্যস্তময় জীবনে এই চায়ের দোকানের আড্ডাটুকুই বেঁচে আছে বাঙালির সাথে আর যদি তাতে রাজনীতির চর্চা ও বিশ্লেষন চলে আসে গল্পকথায় তাতে চায়ের আস্বাদনটিও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

**শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# একাংশ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সহ সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় জুবিনের মৃত্যু ঘিরে ৯০ দিনের মধ্যে শক্তিশালী চার্জশিট দাখিলের ঘোষণা এসআইটির

**তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য এসআইটিকে একজন নোডেল অফিসার নিয়োগ করার পাশাপাশি বেশ কিছু পরামর্শ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের**

সব্যসাচী শর্মা

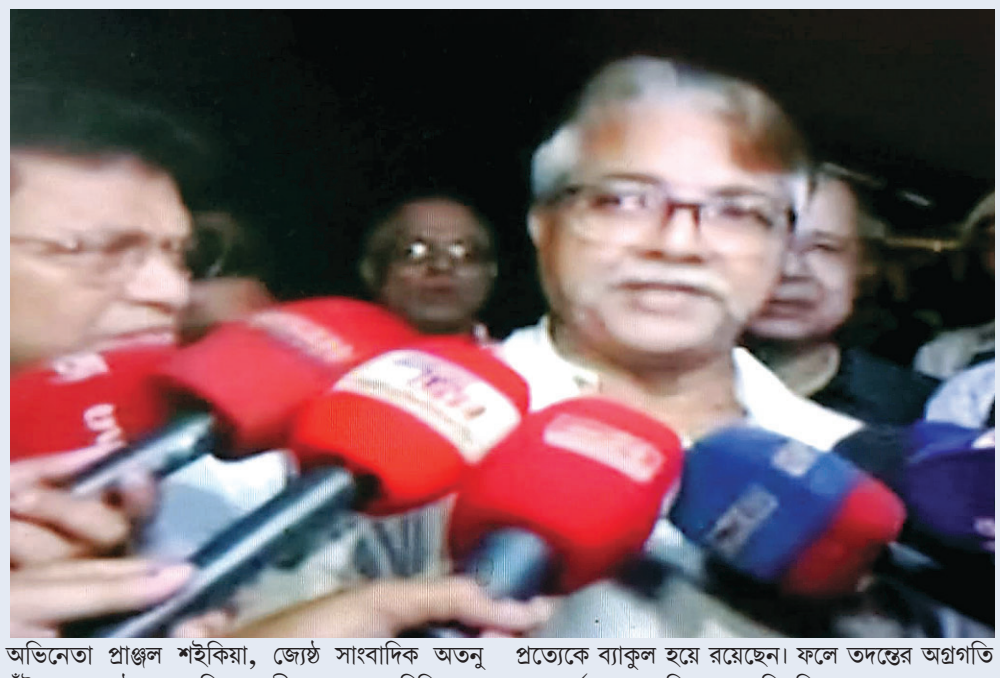

**গুয়াহাটি ঃ** অসমের প্রাণের শিল্পী জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করানোর জন্য এসআইটি একাংশ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। এই বৈঠকে জুবিনের মৃত্যু ঘিরে ৯০ দিনের মধ্যে শক্তিশালী চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে ঘোষণা করেছেএসআইটি। এছাড়া তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত ভাবে সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করানোর জন্য এসআইটিকে একজন নোডেল অফিসার নিযুক্তি করার পাশাপাশি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অতি শীঘ্রই এসআইটির তদন্তকারী একটি দল সিঙ্গাপুর যাবে বলেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ করেছিল তদন্তকারী সংস্থা এসআইটি। মূলত এই বৈঠকে রাজ্যের একাংশ বিশিষ্ট সাংবাদিক, সংগঠনের নেতা, সাংস্কৃতিক জগতের মোট ১৯ জন ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক সাংবাদিক অনুরাধা শর্মা পূজারী, বিশিষ্ট গীতিকার রাহুল গৌতম শর্মা, প্রযোজক শ্যামন্তক গৌতম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ কুমার গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জারির হোসেন, সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র সমালোচক শিবানু বরা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঁইয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রামানুজ দত্ত চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজদীপ বাইলং বরুয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব ফুকন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অদিপ কুমার ফুকন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার, চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বরুয়া, চিকিৎসক লেখক ডাঃ শুভ্রকিংকর গোস্বামী, বিশিষ্ট অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকীয়া। এছাড়া সারা অসম ছাত্র সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জল কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি উৎপল শর্মা, সাধারণ সম্পাদক সমিরন ফুকন এবং ফনিন্দ্র কুমার দেবচৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামও এই তালিকায় ছিল।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পরেই সারা অসম ছাত্র সংস্থা এক প্রেস বিবৃতি জারি করে এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। এর ফলে এদিনের বৈঠকে ছাত্র সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জল কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি উৎপল শর্মা, সাধারণ সম্পাদক সমিরন ফুকন অংশগ্রহণ করেননি। একইভাবে একাংশ সাংবাদিক এই বৈঠকে যাননি। এদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট গীতিকার রাহুল গৌতম শর্মা, সাহিত্যিক সাংবাদিক অনুরাধা শর্মা পূজারী, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ কুমার গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জারির হোসেন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অদিপ কুমার ফুকন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃণাল তালুকদার, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজদীপ বাইলং বরুয়া প্রমুখ। এদিন বিকেল চারটা থেকে গুয়াহাটির উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ের অতিথিশালার সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন অভিনেতা প্রাঞ্জল শইকিয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঁইয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব ফুকন, চিকিৎসক লেখক ডাঃ শুভ্রকিংকর গোস্বামী, চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বরুয়া, সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র সমালোচক শিবানু বরা প্রমুখ।

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিয়েছেন এসআইটির মুরুব্বী তথা এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা সহ বিভাগের অন্যান্য পুলিশ অফিসার। এসআইটির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর বাইরে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অভিনেতা প্রাঞ্জল ফুকন বলেন তাদের অবগত করানো অনুযায়ী এসআইটি এরই মধ্যে ৫০ জনদের অধিক ব্যক্তিদের জেরা করেছে। ৯০ দিনের মধ্যে এই মামলার চার্জশিট দাখিল করা হবে। তবে এক্ষেত্রে শক্তিশালী চার্জশিট দাখিল করবে এসআইটি ঘোষণা করেছে। এর ফলে এক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিরা কোনভাবেই রেহাই পাবে না। তবে এসআইটি তাদের ভিশেরা রিপোর্ট পরীক্ষার প্রতিবেদন তাদের দেখায়নি। তারাও সেটা দেখতে চাননি। সিঙ্গাপুরে তদন্তকারী দল পাঠানো হবে বলেও জানান অভিনেতা প্রাঞ্জল ফুকন।

একইভাবে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঁইয়া বলেন সিঙ্গাপুর থেকে প্রবাসী অসমীয়ারা রাজ্যে আসবেন কিনা সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের মনে সংশয় ছিল। তবে ইতিমধ্যে সাতজন এখানে এসে নিজেদের বক্তব্য এসআইটির কাছে তুলে ধরেছেন। বাকি চারজনের মধ্যে তিনজন হয়তো আগামী কালই আসবেন। এর মধ্যে একজন যেহেতু সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। ফলে তার হাজির হতে কিছু সময় লাগবে। সিঙ্গাপুরে গিয়ে তদন্ত করার জন্য এসআইটির থেকে তদন্তকারী অফিসারদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এক্ষেত্রে আজই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে পাঠানো মেইল পেয়েছে এসআইটি। ফলে তদন্তকারী সংস্থা অতি শীঘ্র সিঙ্গাপুরে গিয়ে তদন্ত করার সুযোগ পাবে। তিনি বলেন এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে প্রত্যেকে ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন। ফলে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের নিয়মিত ভাবে অবগত করানোর জন্য একজন নোডেল অফিসার নিযুক্তি করার জন্য এসআইটিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নানা পরামর্শ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

সাংবাদিক অতনু ভুইয়া বলেন এই বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য এখানে অন্যান্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করেননি। তবে তাদের এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল। সামাজিক মাধ্যম কিংবা এমনিতে জুবিনের ন্যায় চাই বলে বলতে থাকলে হবে না। এসআইটির সম্মুখে এসে এক্ষেত্রে ন্যায় দেওয়ার জন্য তদন্তকারী সংস্থাকে বলতে হবে। এই বৈঠকে অংশ নিয়ে সেটাই তারা করেছেন। জুবিনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ন্যায় দেওয়ার জন্য অথবা তদন্তে কোনো খামতি না রাখার জন্য এসআইটির উপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। তারা দশ দিনের মধ্যে ন্যায় লাগবে বলে বলেননি। বরং জুবিনের এই ঘটনার সঠিকভাবে তদন্ত হয়ে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়ে ন্যায়ের দাবি দাবি উত্থাপন করেছেন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে কিছু গোপনীয় তথ্য রয়েছে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এসআইটি তদন্তর অগ্রগতি সংক্রান্তে সংবাদ মাধ্যমে ৯০ ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। বাকি দশ শতাংশ জানতে তারা এখানে এসেছিলেন। প্রবাসী অসমীয়ারা এখানে এসে কি মন্তব্য করেছেন কিংবা গোপনে কোনো তথ্য তারা এসআইটি থেকে জানতে চাননি। শুধুমাত্র জুবিনকে নিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জোরালো দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঁইয়া। এছাড়া চিকিৎসক লেখক ডাঃ শুভ্রকিংকর গোস্বামী, চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বরুয়া, সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র সমালোচক শিবানু বরা সাংবাদিকদের কাছে একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

# এবার সিআইডি কার্যালয়ে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন সিঙ্গাপুরের অসম এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিমন্যু তালুকদার এবং ইয়ট পার্টির আয়োজক তন্ময় ফুকনের

**এরই মধ্যে জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা বাকি অসমীয়া প্রবাসীরা রাজ্যে এসে তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখীন হবেন বলে মন্তব্য এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তার**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** রাজ্যের প্রাণ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নিযুক্তি এসআইটির সম্মুখে সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়ারা একের পর এক এসে হাজির হচ্ছেন। এবার সিআইডি কার্যালয়ে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হয়েছেন সিঙ্গাপুরের অসম এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিমন্যু তালুকদার এবং ইয়ট পার্টির আয়োজক তন্ময় ফুকন। এরই মধ্যে জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা বাকি অসমীয়া প্রবাসীরা রাজ্যে এসে তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখীন হবেন বলে মন্তব্য করেছেন এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

প্রসঙ্গত সিঙ্গাপুরে জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে ছিলেন ১১ জন প্রবাসী অসমীয়া। এর মধ্যে প্রথম সিআইডি কার্যালয়ে এসে নিজের বক্তব্য দাখিল করে গেছেন রূপকমল কলিতা। পরবর্তীকালে পরীক্ষিত শর্মা, সিদ্ধার্থ বরা এবং জলংসাত নার্জারি সিঙ্গাপুর থেকে রাজ্যে এসে তদন্তকারী সংস্থার জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। একইভাবে এদিন সিআইডি কার্যালয়ে এসেছেন সিঙ্গাপুরের অসম এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিমন্যু তালুকদার এবং ইয়ট পার্টির আয়োজক তন্ময় ফুকন। তবে এখনো আরো চারজনের জেরির সম্মুখীন হওয়ার বাকি রয়েছে। এরমধ্যে দেবজিৎ হাজারিকা, সুদীপ চ্যাটার্জী। এবং সুস্মিতা গোস্বামীর আগামীকাল রাজ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শেষের জন ওয়াজিদ আহমেদের তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে কিছুটা সময় লাগবে। এর কারণ তিনি সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাকে এসআইটির তদন্তের আওতায় আনা সম্ভব হবে না। তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তিনি সিআইডি কার্যালয়ে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তার রাজ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এসআইটির তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে এদিন ফের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। তিনি বলেন সিঙ্গাপুর থেকে এদিন অভিমন্যু তালুকদার এবং তন্ময় ফুকন সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছেন। তাদের জেরা করা হচ্ছে। তাদেরকে স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে ইতিমধ্যে এসআইটি গ্রেফতার করা জুবিনের দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্তি পরেশ বৈশ্যের কন্যা এবং স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তবে সিআইডি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে পরেশ বৈশ্যের কন্যা বলেন তার বাবা নির্দোষী। তার বাবার একাউন্টে কোটি টাকা উপর লেনদেন হওয়ার তথ্য সঠিক নয়। ভিতরে কি চলছে তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেন পরেশ বৈশ্যের কন্যা। এছাড়া সিঙ্গাপুরে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের স্ত্রী এদিন ফের সিআইডি কার্যালয় এসে নিজের স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

## টুকরো খবর

### সন্ধ্যায় টিভি দেখে বা ফোন না ঘেঁটে যে ১০টি কাজ করতে পারেন

**কলকাতা ঃ** সন্ধ্যায় আমরা প্রায়ই মুঠোফোন স্ক্রল করি, ওটিটিতে সিনেমা দেখতে বসি কিংবা টিভির পর্দায় হারিয়ে যাই। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্করা তাঁদের জাগ্রত সময়ের এক-তৃতীয়াংশ, গড়ে ৫ ঘণ্টার বেশি টিভি ও অনলাইনে ভিডিও দেখে কাটান। কিন্তু সন্ধ্যা হতে পারে মস্তিষ্কের বিশ্রাম, মনের আনন্দের সময়। ফোন বন্ধ রাখতে হবে না, টিভিও সরিয়ে ফেলতে হবে না শুধু বেছে নিন এমন কিছু কাজ, যা মস্তিষ্ককে তাজা রাখে, মনটাকে ভরিয়ে দেয়। এখানে ১০টি কাজ করার পরামর্শ রইল, যা আপনার সন্ধ্যাকে করে তুলবে প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ

১. আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নিন

সন্ধ্যায় কয়েক মিনিট ব্যয় করুন পরের দিনের পরিকল্পনায়। ডেস্ক গোছান, কাজের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখুন অথবা ৫ মিনিটের জন্য পরদিনের কাজের তালিকা তৈরি করুন। ফোন বেডরুমের বাইরে রাখার অভ্যাস করুন। এসব ছোট পদক্ষেপ আগামী দিনের বিশৃঙ্খলা দূর করবে, মস্তিষ্ককে শান্ত ও স্বচ্ছ রাখবে।

২. মস্তিষ্কের সুস্থতায় 'জাঙ্ক ফুড' বাদ

রিয়েলিটি শো, ফোনে পরচর্চা বা নিম্নমানের কনটেন্ট মস্তিষ্কের জন্য জাঙ্ক ফুডের মতো। এর বদলে একটি ভালো সিনেমা, তথ্যচিত্র বা ভালো মানের ইউটিউব কনটেন্ট বেছে নিন। এমন কিছু দেখুন, যা মস্তিষ্ককে ক্লান্ত না করে উদ্দীপ্ত করে।

৩. ডিভাইসের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কমান

কাজের পর সন্ধ্যায় আমরা ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা টিভিতে ডুবে যাই। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার বদলে আমরা আরও তথ্য দিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করি। ডিভাইস পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে না, তবে অবসর সময়কে প্রাধান্য দিন। এটি মস্তিষ্কের শক্তি ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনে।

৪. দাবা বা লুডু খেলার সন্ধ্যা

পরিবারের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা দাবা খেলে কাটান। লুডুও খেলতে পারেন। এ ধরনের খেলা সম্পর্ককে গভীর করে, সন্ধ্যাকে আনন্দময় করে। পরিবারের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় বলে পারিবারিক সময়টাও মধুর হয়। বন্ধন হয় সুদৃঢ়।

৫. খুদে বার্তার বদলে ফোন করুন

গবেষণায় দেখা গেছে, টেক্সটিং বা খুদে বার্তা চালাচালি সম্পর্কের গভীরতা কমায়। তাই সন্ধ্যার পর অবসরে খুদে বার্তা চালাচালিতে সময় নষ্ট না করে, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে ফোন করুন। সবচেয়ে ভালো হয় দেখা করে কথা বলতে পারলে। এটি সম্পর্ককে মজবুত ও সুখী করে, হৃদয়কে উষ্ণ রাখে।

৬. ভালো বই পড়ুন

গবেষণায় দেখা গেছে, ফিকশন ঘরানার বই পড়লে ৬৮ শতাংশ মানসিক চাপ কমে। পড়া কেবল জ্ঞানের জন্য নয়, আনন্দেরও। ভ্রমণকাহিনি পড়তে পড়তে গড়িয়ে যাক আপনার সন্ধ্যা।

৭. তাৎক্ষণিক উত্তরের চাপ এড়ান

হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়ার প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হন। সত্যিকারের বন্ধুরা আপনার ব্যক্তিগত সময়ের প্রয়োজন বুঝবেন। এটি মস্তিষ্ককে মুক্ত ও শান্ত রাখে। অফিসের চাপও মাথায় করে বাড়িতে বয়ে আনবেন না। অফিসের বার্তা হলেও চেষ্টা করুন মিনিটে মিনিটে উত্তর না দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর ফোন চেক করতে।

৮. বেডরুম থেকে টিভি সরান

বেডরুম শুধু ঘুম, প্রশান্তি ও ঘনিষ্ঠতার জন্য। টিভি, ল্যাপটপ বা কাজের জিনিস এই ঘর থেকে সরিয়ে রাখুন। এতে ঘুমের গুণগত মান বাড়ে। মস্তিষ্ককে শান্ত হতে সাহায্য করে।

৯. দিনে একটি লাইন লিখুন

দিনের অন্তত একটি চিন্তা বা আনন্দের মুহূর্ত লিখে রাখুন। অভ্যাসটি সহজ, কিন্তু জীবনের ছোট ছোট সুখ ধরে রাখতে সাহায্য করে। লেখার অভ্যাস মস্তিষ্ককে শান্ত করে, হৃদয়কে আলোয় ভরায়।

১০. খানিকটা হেঁটে আসুন

সন্ধ্যায় বেড়ানো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সবচেয়ে ভালো হয়, একটু হেঁটে আসুন। সন্ধ্যার আলোয় চারপাশটা দেখুন। জিমেও যেতে পারেন সন্ধ্যায়। এসব কাজ আপনার সন্ধ্যাকে উৎপাদনশীল, আনন্দময় ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকবে, হৃদয় হাসবে, আর জীবন নতুন রঙে সেজে উঠবে।

# নোমানের রাজ্যে আফ্রিদিও রাজা, দুর্দান্ত জয় পাকিস্তানের

**লাহোর ঃ** বিউটিফুল, বিউটিফুল!

ডেভাল্ড ব্রেভিসকে বোল্ড করা নোমান আলীর বলটা দেখে ধারাভাষ্যকার আমির সোহেলের কণ্ঠে মুগ্ধতা। যেভাবে লেগ স্টাম্পে পড়ে টার্ন করে বল অফ স্টাম্পে লেগেছে তাতে বোধ হয় ক্রিকেটপ্রেমী যে কেউই এমন মুগ্ধ হবেন। পাকিস্তান সমর্থকেরা হয়তো এর সঙ্গে বাড়তি বিশেষণও যোগ করবেন! নোমান আলীর সেই বলেই মূলত নিশ্চিত হয়ে গেছে লাহোর টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানের জয়। জিততে চতুর্থ ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ছিল ২৭৭ রান। এমন টার্নিং উইকেটে কাজটা সহজ ছিল না, বিশেষ করে নোমান আলীর সামনে। বাঁহাতি এই স্পিনার প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে নেন আরও ৪টি। শাহিন শাহ আফ্রিদিও পাশে ছিলেনতিনিও সঙ্গ দিয়েছেন ৪ উইকেট নিয়ে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেল ১৮৩ রানে। দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯৩ রানে জিতে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। আজ সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা দিন শুরু করে ২ উইকেটে ৫১ রান নিয়ে। দিনের তৃতীয় বলেই প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান টনি ডি জর্জিকে দুর্দান্ত এক বলে ফেরান আফ্রিদি। কিছুক্ষণ পর নোমানের বলে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে স্লিপে ধরা পড়েন ত্রিস্তান স্টাবস। ৫৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন ব্রেভিস। কঠিন উইকেটে ৫১ বলে ৫০ রান করে দলকে ভরসা দেন তিনি। রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে গড়েন ৭৩ রানের জুটি। কিন্তু তারপরই আসে সেই জাদুকরী মুহূর্ত। নোমানের হাওয়ায় ভাসানো বলটি লেগ স্টাম্পে পড়ে অফ স্টাম্পে গিয়ে আঘাত করে। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ব্রেভিস। এই উইকেটে দিয়েই ম্যাচে ১০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন নোমান আলী, টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো। একই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার সেনুরান মুতুসামিও নিয়েছেন ১০ উইকেট। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। বরং দুই বাঁহাতি স্পিনারের ১০ উইকেট নেওয়া দেখে প্রোটিয়াদের আক্ষেপ আরেকটু বাড়তে পারে। কারণ তাদের সেরা বাঁহাতি স্পিনার কেশভ মহারাজ এই ম্যাচে খেলেননি। দেশের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। ১১ তারিখে ডলফিনস–লায়নস ম্যাচ শেষ হওয়ার একদিন পরই শুরু হয় পাকিস্তান–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট। সময়মতো দলে যোগ দিতে পারেননি মহারাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে শাহিন আফ্রিদিও ছিলেন দুর্দান্ত। অষ্টম উইকেটে সাইমন হারমার ও কাইল ভেরেইনা ২৯ রানের জুটি গড়ে পাকিস্তানকে খানিকটা চাপে ফেলেছিলেন। ঠিক তখনই শাহিন ফিরে এসে নিলেন টানা ৩ উইকেট। অনেক দিন পর টেস্টে ফেরা এই পেসার রিভার্স সুইংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের নাচিয়ে ছেড়েছেন। অষ্টম ওভারের প্রথম বলেই ভেরেইনাকে এলবিডব্লু করেন। পরের ওভারেই উড়িয়ে দিলেন প্রেনেলান সুব্রায়েন ও কাগিসো রাবাদার স্টাম্প। শেষ পর্যন্ত ৩৩ রানে ৪ উইকেট। চতুর্থ ইনিংসে এটিই শাহিনের সেরা বোলিং।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ঃ ৩৭৮ ও ১৬৭ (বাবর ৪২, শফিক ৪১ মুতুসামী ৫/৫৭, হারমার ৪/৫১)

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২৬৯ ও ১৮৩ (ব্রেভিস ৫৪, রিকেলটন ৪৫ আফ্রিদি ৪/৩৩, নোমান ৪/৭৯)

ম্যাচসেরা ঃ নোমান আলী

# আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল করানোর রেকর্ড মেসির

**প্যারিস ঃ** আনন্দের খবরটা লিওনেল মেসির মুখ থেকেই শুনেছেন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ ম্যাচ শেষে বললেন সে কথা, 'গতকাল তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম খেলতে প্রস্তুত কি না। সে বলেছে হ্যাঁ। এটা সব সময়ই আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার।'

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে গত শনিবারের প্রীতি ম্যাচটি খেলেননি মেসি। তার আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে ২৭ দিনে ৭ ম্যাচ খেলায় তাঁকে বিশ্রাম দেয় আর্জেন্টিনার টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি খেলতে চেয়েছিলেন বলেই কোচকে 'হ্যাঁ' বলে দেন। আর কে না জানেন, মেসি মাঠে নামলে কী ঘটেদুর্দান্ত নৈপুণ্য, গোল, নয়তো গোল করানো কিংবা নতুন রেকর্ড। আজ অবশ্য একটু কম–ই দেখা গেল। মানে শুধু গোলটাই করতে পারেননি। কিন্তু দুটি গোল করিয়েছেন এবং তাতে হয়েছে নতুন এক রেকর্ড। আর্জেন্টিনার ৬–০ গোলে জয়ের এ ম্যাচে প্রথমার্ধে গঞ্জালো মন্তিয়েলকে দিয়ে গোল করান মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটা ছিল মেসির ৫৯তম 'অ্যাসিস্ট' (গোল করানো)। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এত দিন গোল করানোয় শীর্ষে ছিলেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। ২২ মিনিটে মেসি ওই গোলটি করিয়ে দিয়ে প্রথমে তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসান। এরপর টপকে যান ৮৪ মিনিটে লাওতারো মার্তিনজকে দিয়ে গোল করিয়ে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এ নিয়ে ৬০ গোল করালেন মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল করানোয় মেসির ওপরে আর কেউ নেই। মেসি ও নেইমারের পরে তৃতীয় ৫৮ গোল করানো যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফরোয়ার্ড ল্যান্ডন ডনোভান। সমান ৫৩টি করে গোল করিয়েছেন হাঙ্গেরি কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস ও বেলজিয়াম কিংবদন্তি কেভিন ডি ব্রুইনা। ৫০ গোল করিয়েছেন হাঙ্গেরির আরেক কিংবদন্তি স্যান্দর ককসিস। পেলে করিয়েছেন ৪৭ গোল।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে গোল করানোয় মেসির ধারেকাছেও কেউ নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ গোল করিয়েছেন ১৪৫ ম্যাচ খেলা সাবেক উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। মেসি খেলেছেন ১৯৫ ম্যাচ। ২৬ গোল করিয়ে এ তালিকায় তৃতীয় ডিয়েগো ম্যারাডোনা। আরিয়ে ওর্তেগা ২১ গোল করিয়ে চতুর্থ এবং ১৭ গোল করিয়ে পঞ্চম হুয়ান রোমান রিকেলমে। গঞ্জালো হিগুয়েইন ও সের্হিও আগুয়েরোকে দিয়ে সর্বোচ্চ ৯ গোল করিয়েছেন মেসি। লাওতারো মার্তিনেজকে দিয়ে করিয়েছেন ৮ গোল।

মেসির গোল করানোয় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার ভেনেজুয়েলা। লাতিন দলটির বিপক্ষে ৬ গোল করিয়েছেন মেসি, ৫ গোল করিয়েছেন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে এবং ৪ গোল করিয়েছেন বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে।

ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে সর্বোচ্চ গোল করানো খেলোয়াড়ের তালিকায় দুইয়ে মেসি। এ পর্যন্ত ৩৯৮ গোল করিয়েছেন। অর্থাৎ আর দুটি গোল করালেই সংখ্যাটা চার শ হবে। তখন হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসকেও ছুঁয়ে ফেলবেন মেসি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে পুসকাসই সর্বোচ্চ ৪০০ গোল করিয়েছেন। ৩৮ বছর বয়সী মেসির তাঁকে পেছনে ফেলার সম্ভাবনাই খুব বেশি।

# নিশ্চিত হলো আফ্রিকার তিন ও এশিয়ার দুই দেশের বিশ্বকাপ

**প্যারিস ঃ** ২০১০ সালে স্বাগতিক হিসেবে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর নিজ যোগ্যতায় আর বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায়নি দলটি। তবে এবার বাছাইপর্বের নাটকীয় বাধা পেরিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা।

লম্বা সময় পর বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার পথে তারা পেছনে ফেলেছে নাইজেরিয়া ও বেনিনকে। একই রাতে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ নিশ্চিত করেছে আইভরি কোস্ট ও সেনেগালও। এ ছাড়া এশিয়ান অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে সৌদি আরব ও কাতার। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে আফ্রিকান অঞ্চলের গ্রুপ 'সি'র পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে ছিল বেনিন। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে ২ পয়েন্ট ও নাইজেরিয়ার চেয়ে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখছিল তারা। কিন্তু সাবেক নাইজেরিয়া কোচ জারনো রোরের নেতৃত্বে দলটি নাইজেরিয়ার বিপক্ষে বিধ্বস্ত হয় ৪–০ গোলের হারে।

স্বাগতিক দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন ভিক্টর ওসিমেন। আর বিশাল এই হারে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে বেনিন। সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমবোমবেলায় তারা ৩–০ গোলে রুয়ান্ডাকে হারিয়ে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের টিকিট। বেনিন বিদায় নিলেও এখনো বিশ্বকাপে খেলার আশা বেঁচে আছে নাইজেরিয়ার। রানার্সআপ দলের সেরা চারে থাকায় নাইজেরিয়ার সঙ্গে প্লেঅফ খেলার সুযোগ পাচ্ছে কঙ্গো, ক্যামেরুন ও গ্যাবনও।

একই রাতের অন্য ম্যাচে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার পথে মৌরিতানিয়াকে ৪০ গোলে হারিয়েছে সেনেগাল। ঘরের মাঠে পাওয়া এ জয়ে গ্রুপ 'বি'–এর শীর্ষস্থান দখল করেছে ২০০২ সালের কোয়ার্টার ফাইনালিস্টরা। এ নিয়ে টানা তৃতীয় ও সবমিলিয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল 'তেরাঙ্গা লায়ন্স'রা।

এদিন সাদিও মানের ফ্রি–কিকেই বিরতির ঠিক আগে এগিয়ে যায় দলটি। বিরতির পর লিভারপুলের সাবেক এই ফরোয়ার্ড নিজেই দ্বিতীয় গোলটি করেন। এরপর ইলিমান এনদিয়ায়ে একক প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোল করেন। শেষ দিকে হাবিব দিয়ালো যোগ করেন চতুর্থ গোল।

এ জয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে থাকা ডিআর কঙ্গোর চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে অভিযান শেষ করেছে। সেনেগালের পয়েন্ট ২৪ ও কঙ্গোর ২২। একই দিন সুদানের বিপক্ষে ১–০ ব্যবধানে জিতেছে কঙ্গো। বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে আইভরি কোস্টও। গ্রুপ 'এফ'–এ তারা কেনিয়াকে হারিয়েছে ৩–০ গোলে। ফ্রাঙ্ক কেসি ম্যাচের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। বিরতির পর তরুণ ইয়ান ডিওমান্দে করেন দলের দ্বিতীয় গোল। এরপর শেষ দিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আমাদ দিয়ালো দুর্দান্ত এক ফ্রি–কিকে তৃতীয় গোল করে ৩–০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন।

মেসির রেকর্ড, ছয় গোলে পুয়ের্তো রিকোকে নিয়ে 'ছেলেখেলা' আর্জেন্টিনার

এর ফলে আফ্রিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে থাকল। ১০ ম্যাচে আইভরি কোস্টের পয়েন্ট ২৬ আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা গ্যাবনের ২৫। গতকাল রাতে গ্যাবন বুরুন্ডিকে ২–০ গোলে হারালেও সেটি যথেষ্ট হয়নি। এখন প্লেঅফের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবও। মঙ্গলবার রাতে ইরাকের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। এ ড্রয়ে এশিয়ান বাছাইপর্বের গ্রুপ 'বি'–তে শীর্ষস্থানে থাকা নিশ্চিত করেছে সৌদি আরব।।

একইভাবে গ্রুপ 'এ' থেকে শীর্ষ স্থান নিশ্চিত করে বিশ্বকাপে জায়গা পেয়েছে কাতারও। গতকাল আরব আমিরাতকে ২১ গোলে হারিয়েছে তারা। ইরাক ও আরব আমিরাতের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ অবশ্য এখনো আছে। ইন্টার–কনফেডারেশন প্লে–অফে আগামী নভেম্বরে দুই লেগের ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

আফ্রিকা থেকে যারা সরাসরি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে

আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, মিসর, ঘানা, আইভরি কোস্ট, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিউনিসিয়া।

রানার্সআপ হওয়া সেরা চার দল ঃ ক্যামেরুন, ডিআর কঙ্গো, গ্যাবন ও নাইজেরিয়া।

# মেডিকেল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে আবার রাজনৈতিক বিতর্ক

**দুর্গাপুর (রূপসা সেনগুপ্ত)ঃ** পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আবার তোলপাড় শুরু হয়েছে।

একদিকে যেমন আরো একবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা, তেমনি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দোষারোপও শুরু হয়েছে।

ওড়িশার বাসিন্দা ওই মেডিকেল ছাত্রীকে শুক্রবার রাতে ক্যাম্পাসের বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার বয়ানের উপর ভিত্তি করে পাঁচজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, ছাত্রীর এক সহপাঠীকেও আটক করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া যুবকদের মধ্যে একজনকে ঘটনাস্থলে গিয়ে মঙ্গলবার তদন্ত করেছে পুলিশ।

এদিকে, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পাশাপাশি, বেসরকারি কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

তবে তার মন্তব্যকে ঘিরেও বিতর্ক বেঁধেছে। তিনি বলেছিলেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের উচিত পড়ুয়াদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। তাদের নিজেদেরও সুরক্ষিত থাকতে হবে।

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনেকে সরব হয়েছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে জোর না দিয়ে মেয়েদের উপর বিধি নিষেধ ছাপানোর চেষ্টা চলছে এমন অভিযোগও তুলেছেন অনেকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর অগাস্ট মাসে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তারপর চলতি বছরে কলকাটার আইন কলেজের ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আরজি কর হাসপাতালে মেডিকেল ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং খুনের পর প্রতিবাদ জানিয়ে যেমন রাস্তায় নেমে 'রাত দখলের' ডাক দেওয়া হয়েছিল, যা কেন্দ্র করে রাস্তায় নেমেছিলেন বিপুল সংখ্যক নারী। সেই কর্মসূচিরই আবার ডাক দেওয়া হয়েছে। আবার রাজনৈতিক বিরোধীরাও মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতে ছাড়েনি।

দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ওই ছাত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। দোষীদের শাস্তি দিতে 'সমস্ত স্তরে জোর' দেওয়ার কথাও বলেছেন।

এদিকে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য কলেজে পরীক্ষা চলছে কিন্তু ঘটনার পর থেকে কলেজের বাইরে অনেক মানুষের জমায়েত রয়েছে। তাই কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ঘটনা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে

ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ওই তরুণী দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। জানা গেছে, ওই ছাত্রী শুক্রবার রাত আটটার একটু আগে অন্য এক সহপাঠী ছাত্রের সঙ্গে ক্যাম্পাসের বাইরে যান।

নির্যাতনের শিকার ছাত্রী জানিয়েছেন, খাবার খেতে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন তিনি। যাওয়ার পথে নির্জন রাস্তায় কয়েজন স্থানীয় যুবক তার উপর চড়াও হয়। পড়ে আরো দুই ব্যক্তি সেখানে আসে। তাকে ওই স্থান থেকে অদূরে এক জঙ্গল এলাকায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন।

ওই অঞ্চলের নাম পরানগঞ্জ শ্মশান কালীবাড়ি জঙ্গল। অভিযুক্তরা তরুণীর ফোন কেড়ে নেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় তরুণীর ওই সহপাঠীকেও আটক করেছে পুলিশ। ওই সহপাঠীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার বাবা।

তার অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে সেই তরুণের যোগ রয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, আমার মেয়েকে নিয়ে বাইরে খেতে বেরিয়েছিল ওই ছাত্র। যখন আমার মেয়েকে ওরা তুলে নিয়ে গেল, তখন সে কেন ক্যাম্পাসে পালিয়ে এলো?

কেন কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে কাউকে কিছু জানাল না? তারপর আবার ক্যাম্পাস থেকে বেড়িয়ে গিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো? পুরো ব্যাপারটাই সন্দেহজনক,তিনি অভিযোগ করেছেন।

নির্যাতিতার বয়ান ও ওই সহপাঠী ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে রোববার প্রথমে তিনজনকে ও সোমবার বাকি দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই স্থানীয় যুবক। বয়স ২০ থেকে তিরিশের মধ্যে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ তদন্তে যা পেয়েছে

যে পাঁচজন সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তরুণী এবং তার পরিবারের সকলকে আমরা ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছি। এই ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। এটুকু বলতে পারি যে কোনো দোষী ব্যক্তিকেই রেয়াত করা হবে না, বলেছেন, আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় ছাত্রীর যে ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পড়ে সেই ফোন ব্যবহার করেই অভিযুক্তদের একজন তরুণীর সেই সহপাঠীর ফোন নম্বর পান। এরপর তাকে ফোন করে ঘটনাস্থলে ডাকে অভিযুক্তদের একজন। সেই সূত্র ধরেই প্রথমে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে জেরা করার পর অন্যদের খোঁজ মেলে।

জানা গেছে, এর মধ্যে যে দু'জন পলাতক ছিল, তাদের একজনকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন তার দিদি। ওই তরুণী টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে বলেছেন, আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আমাদের আত্মসম্মান আছে। আমি যখন জানতে পারি যে ভাইকে পুলিশ খুঁজছে, আমি ওকে সারেন্ডার করার জন্য জোর দিই। ও দোষী হলে শাস্তি পাবে আর নির্দোষ হলে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ জানিয়েছে ধৃত যুবকরা মূলত স্থানীয় বিজড়া গ্রামের বাসিন্দা। যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে তারা আড্ডা দিতে যায়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজ চলে বলে স্থানীয়রা সন্ধ্যের পর ওই অঞ্চল এড়িয়ে চলেন।

এদিকে, তরুণীর সহপাঠী ওই ছাত্রকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তাকে ঘটনাস্থলেও নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাটি বিশ্লেষণ করার জন্য। ধৃতদের মধ্যে একজনকেও আলাদাভাবে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার সময় কার কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ।

কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ওই বেসরকারি কলেজের তরফে জনসংযোগ এবং ব্র্যান্ড ডিরেক্টর সুদর্শনা গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে জানা গেছে যে, ওই তরুণী সাতটা বেজে আটান্ন মিনিটে অপর ছাত্রের সঙ্গে সাউথ ক্যাম্পাসের গেট দিয়ে বাইরে যান। তারপর আটটা বিয়াল্লিশ মিনিট নাগাদ ছাত্রটিকে একা ফিরে আসতে দেখা যায়। তারপর কিছুক্ষণ সাউথ গেটের কাছেই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় তাকে।

তিনি আটটা আটচল্লিশ মিনিটে আবার ক্যাম্পাসের বাইরে বেড়িয়ে যান। এরপর রাত ন'টা একত্রিশ মিনিটে ওই তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। তারা দু'জনেই নিজেদের হস্টেলে চলে যান।

ঘটনার বিষয়ে তরুণী তার পরিবারকে জানান। স্থানীয় হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তার চিকিৎসা হয়েছে। এরই মাঝে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়, তার বয়ানও নিয়েছে পুলিশ।

'ওর জীবনের ঝুঁকি আছে'

ঘটনার আতঙ্ক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি তরুণীর পরিবার। তার বাবা সাংবাদিকদের বলেছেন, শুক্রবার রাতেই ওর সহপাঠীরা ফোনে ঘটনার কথা জানিয়ে বলে আমরা যেন যত দ্রুত সম্ভব চলে আসি। তরুণীর অভিভাবক ও কয়েকজন আত্মীয় সেই রাতেই দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

ছাত্রীর মা বলেছেন, জানতে পারি আমার মেয়ে খাবারের জন্য হস্টেলের বাইরে বেরিয়েছিল। তিনজন ওদের পিছু নেয়। যে বন্ধুর সঙ্গে ও বেরিয়েছিল, সে ওকে ফেলে পালায়।

ওই তিনজন আমার মেয়েকে টেনে নিয়ে যায়। পড়ে আরো দু'জন তাদের যোগ দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে আর নিরাপদ বোধ করছেন না তার পরিবার। ছাত্রীর বাবা বলেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার মেয়েকে ওড়িশায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেন। সেখানেই ও নিরাপদ। এখানে ওর ঝুঁকি রয়েছে।

যদিও তিনি জানিয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে তাকে সহযোগিতা করা হচ্ছে, তার মেয়ের চিকিৎসাও করা হচ্ছে।

'দোষীদের কঠোর শাস্তির জন্য সর্বস্তরে চাপ সৃষ্টি করা হবে'

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি ওই তরুণী এবং তার পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, চিন্তা করবেন না। ওড়িশা সরকার আপনাদের পাশে আছে। আমরা সবরকম ভাবে সাহায্য করব। ধৈর্য রাখো, সাহস হারিও না। তোমার পড়াশোনা যেন কোনওভাবে বন্ধ না হয়, তার জন্যও সব ব্যবস্থা করা হবে।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী।

তরুণীর মাকে তিনি বলেছেন, এই নৃশংস অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে। ওড়িশা সরকার ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য সব দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করবে।

দুর্গাপুরে গিয়ে ওই তরুণী ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ওড়িশা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শোভনা মোহান্তি এবং কমিশনের অন্য সদস্যরা। তবে সাক্ষাতের সময় রাজ্য প্রশাসনের তরফে সহযোগিতার অভাব ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক ও বিরোধীদের সমালোচনা

এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ওই মেডিকেল ছাত্রীর রাতে বের হওয়া ঘিরে তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পারিদা বলেছেন, মেয়েদের রাতে বেরোনো নিয়ে একজন মহিলা নেত্রী যে মন্তব্য করেছেন, তা অনভিপ্রেত।

বিজেপির এমপি বাঁশরী স্বরাজও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনিও একজন নারী। অসংবেদনশীল মন্তব্য করার পরিবর্তে তার নারী সুরক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া উচিৎ।

কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরীও মুখ্যমন্ত্রীর বন্তব্যের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা ধর্ষণ করেছে, তাদের হয়ে সওয়াল করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আগেও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। দুর্গাপুরের ওই তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, এটা প্রথমবার নয়। সাম্প্রতিক অতীতেও আমাদের একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পাশাপাশি তিনি বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি না যে বাংলা নিরাপদ।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ঘিরে ব্যাপক রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। যদিও পরে তিনি দাবি করেছে, গণমাধ্যমে তার মন্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। এর আগেই অবশ্য ওড়িশার সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন তিনি।

তার মন্তব্যের নিন্দা করেছে মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজ। আরজি করের ঘটনার সময় রাত দখলের ডাক দেওয়া 'নারী-ট্রান্স-কুয়্যার ঐক্যমঞ্চের' পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, সুরক্ষিত সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের বদলে রাজ্য সরকার ঘরে থাকার নিদান দিচ্ছে। সরকারের এই চূড়ান্ত পিতৃতান্ত্রিক অবস্থানের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দুর্গাপুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনও। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে একাধিক সুপারিশ পাঠানো হয়েছে কমিশনের তরফে। নির্যাতিতা ছাত্রী যাতে নিরাপদে তার পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে তিনি ওই কলেজে পড়তে না চান, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থাও করতে হবে।

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি বৃহস্পতিবার 8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
16:10:2025

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

## মিরপুরে গার্মেন্ট কারখানা ও রাসায়নিক গুদামের মালিকেরা 'নিখোঁজ'

**ঢাকা :** ঢাকার মিরপুরে একটি গার্মেন্ট কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে প্রতিষ্ঠান দুটির মালিকদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী জানান, গার্মেন্ট কারখানাটির নাম 'আনোয়ার ফ্যাশন'। এখানে যেসব পোশাক তৈরি হয় সেগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিজিএমইএ'র তালিকাভুক্ত নয়। মূলত কারখানাটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় পোশাক তৈরি হতো উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে সেফটি-সিকিউরিটি কিছুই ছিল না। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে এর মালিক আনোয়ারকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের রাসায়নিক গুদামটির নাম আলম এন্টারপ্রাইজ এবং এর মালিক আলমেরও খোঁজ নেই বলে জানিয়েছেন মি. তাজুল। তিনি জানান, দুটি প্রতিষ্ঠানের কোনোটিরই লাইসেন্স ছিল কি না তাও নিশ্চিত করা যায়নি।

# আরও চার জিম্মির মরদেহ ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস

**গাজা ঃ** গাজা থেকে হামাস আরও চারজন জিম্মির মরদেহ ইসরায়েলের কাছে ফেরত দিয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইডিএফ। মঙ্গলবার গভীর রাতে রেডক্রস কফিনে মোড়ানো মরদেহগুলো সংগ্রহ করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে।

২৮ জন নিহত ইসরায়েলি জিম্মির মৃতদেহ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত গাজায় ত্রাণ সরবরাহ সীমিত করার হুমকির পরই মরদেহ হস্তান্তর করে হামাস।

এর আগের দিন সোমবার, ফিলিস্তিনের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি ২০ জন জীবিত ও চারজন মৃত জিম্মির মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছিল।

রেডক্রস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরায়েল ৪৫ জন মৃত ফিলিস্তিনির মরদেহ গাজায় ফেরত দিয়েছে। যাদের মরদেহ ইসরায়েলেই রাখা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় করা যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী (যা ইসরায়েল ও হামাস উভয়ই মেনে নিয়েছে), সোমবার দুপুরের মধ্যে ৪৮ জন জিম্মিকে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল।

গাজা থেকে সব জীবিত জিম্মি ইসরায়েলে ফেরত গেলেও এখনো ২০ জন জিম্মির মরদেহ ফেরত না দেওয়ায় হামাসের ওপর ইসরায়েলি সরকারের চাপ বাড়ছে।

মঙ্গলবার আইডিএফ এক বিবৃতিতে বলেছে, হামাসকে চুক্তি অনুযায়ী সব জিম্মিকে তাদের পরিবারের কাছে দাফনের জন্য ফিরিয়ে দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হামাসকে সতর্ক করে বলেছেন যে, জিম্মির মরদেহ ফেরত দিতে বিলম্ব হলে কিংবা এ নিয়ে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ করা হলে সেই অনুযায়ীই প্রতিক্রিয়া জানাবে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামাস চুক্তি লঙ্ঘন করে জিম্মিদের মরদেহ ফেরত না দেওয়ায় তারা গাজায় ত্রাণ সহায়তা সীমিত করবে। একই সাথে মিসরের সঙ্গে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল।

অন্যদিকে হামাস বলছে, মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ শনাক্ত করতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলি গণমাধ্যমে প্রকাশিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বলা হয়, হামাস ও অন্যান্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হয়তো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সব দেহ খুঁজে নাও পেতে পারে।

একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যারা এখনো ফেরত আসেনি কিংবা যাদের দেহাবশেষও খুঁজে পাওয়া যায় নি, তাদের খুঁজে বের করতে একটি আন্তর্জাতিক টাস্কফোর্স কাজ শুরু করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার এক্স একাউন্টে লিখেছেন, একটা বড় বোঝা লাঘব হয়েছে, কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মৃতদের ফেরত দেওয়া হয়নি! দ্বিতীয় ধাপ এখনই শুরু হচ্ছে।

দুই বছর ধরে চলা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ঘোষিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় ২,০০০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ১০ অক্টোবর স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

যুদ্ধবিরতি মোটামুটি বজায় থাকলেও, মঙ্গলবার ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় পূর্ব গাজা ও খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলে আলাদা দুটি ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে। গাজার পূর্বাঞ্চলীয় শেজাইয়া এলাকায় ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা ওয়াফা।

ওয়াফা একটি মেডিকেল সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছে যে, অনেকদিন পর ফিরে যখন ফিলিস্তিনিরা ওই এলাকায় ঘরবাড়ি দেখছিল তখন তাদের ওপর ড্রোন থেকে হামলা চালানো হয়।

তবে এর জবাবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা অনুযায়ী যে হলুদ রেখা পর্যন্ত তাদের সৈন্যরা সরে গিয়েছে। সেই হলুদ রেখা কোনও কোনও ফিলিস্তিনি অতিক্রমের চেষ্টার কারণেই গুলি চালানো হয়েছে।

এদিকে, হামাস যোদ্ধারা গাজায় তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছে। মুখোশধারী বন্দুকধারীরা জনসমক্ষে আটজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে ভয় ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

হামাস দাবি করেছে, তাদের যোদ্ধারা নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার এবং আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেকের আশঙ্কা হামাস বিশৃঙ্খলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া ও সমালোচকদের মুখ বন্ধের চেষ্টা করছে।

সোমবার ট্রাম্প মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতায় ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তুরস্কও।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁখোসহ মুসলিম ও আরব বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্রনেতাসহ ২০টিরও বেশি বিশ্বনেতা এতে উপস্থিত ছিলেন। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং হামাসের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজা প্রথমে ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের একটি অন্তর্বর্তী কমিটির অধীনে পরিচালিত হবে, যাকে বোর্ড অব পিস তত্ত্বাবধান করবে। পরে সংস্কার কাজ শেষ হলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে।

তবে পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপগুলো এগিয়ে নিতে আরো আলোচনার প্রয়োজন হবে।

যদিও গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার কিংবা এর সময়সীমা, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ, এবং গাজা উপত্যকার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা নিয়ে এখনো অনেক ধোঁয়াশা ও বিতর্ক রয়ে গেছে।

হামাস আগেই জানিয়েছে, স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা অস্ত্র জমা দেবে না এবং গাজায় বিদেশি শাসন প্রতিষ্ঠাও তারা মানবে না।

২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলায় প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়। সে সময় ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়ে আসে হামাস। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে।

গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সেই থেকে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৭,৮৬৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

# শিক্ষক আন্দোলনে অস্থিরতা শিক্ষায়, সমাধানে কী করছে সরকার?

**ঢাকা ।** মাত্র এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া আর পাঁচশ টাকা চিকিৎসা ভাতা। তাও আবার অধ্যক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের সুইপার একই। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যেখানে বেতনের চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ পান সেখানে আমরা পাই হাজার টাকার থোক বরাদ্দ।

এভাবেই বলছিলেন বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক। তিন দফা দাবিতে ক্লাস ছেড়ে রাজধানীতে মাঠের আন্দোলনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এর আগেও বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করেছেন তারা।

তবে রোববার শিক্ষকদের কর্মসূচিতে পুলিশি বাঁধা ও মারধরের পর এ নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা-সমালোচনা। এরপরই 'মার্চ টু সচিবালয়' কর্মসূচি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন শিক্ষকরা। অন্যদিকে, ঢাকা কলেজে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশের সব সরকারি কলেজে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষকদের এই কর্মসূচির কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের ক্লাস-পরীক্ষাও স্থগিত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও এদিন কোনও ক্লাসরুমে যাননি শিক্ষকরা।

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে শিক্ষকদের এসব আন্দোলনের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের অচলবস্থার তৈরি হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা বলছেন, দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ভুল পরিকল্পনার মাশুল দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। স্থায়ী সমাধান না হলে সমস্যা একটি যাবে অন্যটি আসবে, আন্দোলনও চলতে থাকবে, বলেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আব্দুস সালাম।

তিনি বলছেন, কোনো গবেষণাভিত্তিক তথ্য ছাড়াই রাজনৈতিক প্রয়োজনে হঠকারি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি।

যদিও এসব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানই খুঁজছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একমত মন্ত্রণালয়, আমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে বাকিটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপরই নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে আর তেমন কিছু করার নেই।

সাত কলেজের সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন ওই কর্মকর্তা।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া পাঁচশ টাকা বাড়িয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় গত পাঁচই অগাস্ট। মূলত এই প্রজ্ঞাপন ঘিরেই আবারো আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা।

জারি করা এই প্রজ্ঞাপনকে অপমানজনক উল্লেখ করে মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচির ডাক দেয় তারা। যেখানে পুলিশের বাঁধা, লাঠিপেটা, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

শিক্ষকদের এই আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। রাজনৈতিক দলের অনেক নেতাও শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলা-নির্যাতনের নিন্দা জানিয়েছেন। শিক্ষকদের এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি'র দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

মঙ্গলবার 'মার্চ টু সচিবালয়' কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।

আন্দোলনরত শিক্ষক আজিজুর রহমান বলেন, ''এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বর্তমানে বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসিক এক হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা পাঁচশ টাকা এবং উৎসব ভাতা হিসেবে বেতনের ২৫ শতাংশ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।''

যেসব শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশ চাকরির শুরু থেকেও এমপিওভুক্ত হননি। অথচ এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির অভিজ্ঞতা হিসাব করা হয়, আমাদের অবস্থা খুবই করুণ, বিবিসি বাংলাকে বলেন রাজশাহী শাহ মখদুম কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক শিক্ষক বলেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান থেকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি সবার বাড়িভাড়া মাত্র এক হাজার টাকা, যা দুর্ভাগ্যজনক,আমরা পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ভাতা থেকেও বঞ্চিত।

এদিকে, সোমবার সকালে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন২০২৫' দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রার সময় শিক্ষকশিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষকদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের ওপর দুষ্কৃতকারীদের হামলা এবং টিচার্স লাউঞ্জে ভাঙচুরের ঘটনায় সংগঠনটি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। একই সঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

বেসরকারি শিক্ষকদের এই আন্দোলনের ফলে সারাদেশে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এখন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে।

বিভিন্ন জেলার কয়েকটি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষকদের কর্মসূচির কারণে মঙ্গলবার শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হলেও ক্লাস নেননি। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের এদিনের সব পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে।

তমালিকা মুখার্জি নামে নারায়ণগঞ্জের একজন শিক্ষক বলেন, ''আমাদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও ক্লাস নেইনি।''

বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরও রোজার ঈদের আগে দাবি আদায়ে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন তারা।

সে সময় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনের পর কর্মচারিদের ভাতা কিছুটা বাড়ানো হলেও বাদ পড়েন শিক্ষকরা। তবে তখন থেকেই শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানা গেছে, এ বছরের এপ্রিল থেকে এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেনদরবার শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর জুন এবং জুলাই মাসে শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশও করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান, শিক্ষকরা বাড়িভাড়া বাবদ এক হাজার টাকা পান। মূল বেতনের ৭৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির দাবি থাকলেও শতভাগ অর্থাৎ দুই হাজার টাকা করার সুপারিশ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল তারা। যে চিঠির আলোকে পাঁচই অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

তিনি বলছেন, শতকরা হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি আর্থিকভাবে বেশ বৃহৎ। আমরা হিসেব করে দেখেছি প্রায় ছয় লক্ষ বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকের পাঁচ থেকে বিশ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করলে প্রায় ১৩শ থেকে ৩৬শ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পায়। এই সব হিসেব করে সর্বোচ্চটি সুপারিশ করেই আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছি, দাবি করেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যা করণীয় সেগুলো করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। আমাদের দিক থেকে আর এই মুহূর্তে কিছু করার নাই, এখন অর্থ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিবে, বলেন ওই কর্মকর্তা। এদিকে, ঢাকা কলেজে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানানো হয়েছে। তবে, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন নিয়ে অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি বলছেন, নয়টি ধাপ পার করে আইনটি করতে হবে, আমরা কেবল দ্বিতীয় ধাপে রয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।